ভিখারী মণ্ডল একটি নাম

ও

রক্তিম দিগন্ত

সলিল মজুমদার

। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ।

১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট কলি: ৯

প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ, ১৩৬২

প্রচ্ছদ :
নিতাই ঘোষ

মূল্য : ৪.০০

জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে সোমা দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও কানাইলাল ঘোষ, বীণাপাণি প্রেস, ১।১এ গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা-৮ হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

নাট্যকার ও নাট্যসমালোচক

বন্ধু নীহার গুপ্তের

অমর স্মৃতির প্রতি প্রীতির নিদর্শন—

৬১।জি, ফিনলে রোড
পোঃ লিলুয়া
জিলাঃ হাওড়া

সলিল মজুমদার

ভিখারী মণ্ডল একটি নাম

(শ্রীবিশ্বনাথ রায়ের ছোট গল্প অবলম্বনে)

চরিত্র	পরিচয়
রাখহরি	কারখানার শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি এবং ঐ কারখানারই শ্রমিক
সুভাষ	শিক্ষিত শ্রমিক
নিতাই	শ্রমিক
কানাই	ঐ
চিত্ত	শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক।
শ্যাম	শ্রমিক
জিতেন	ঐ
সত্যেন	ঐ
রাজেন	ঐ

প্রথম অভিনয়ের তথ্যাবলী :—

অভিনয়কারী সংস্থা : "বাঙ্গানাথী শিল্পীগোষ্ঠী" হাওড়া।

পরিচালক : শ্রীঅখিল মজুমদার

আলো : শ্রীনরেন মিদ্দা ও সুব্রত বোস

মঞ্চ সজ্জা : মণিময় ঘোষ

আবহসংগীত : শুকদেব মুখোপাধ্যায়।

চরিত্র	অভিনয়ে
রাখহরি	অভেদানন্দ রায় কাশীনাথ পাঞ্চাল
সুভাষ	অখিল মজুমদার
কানাই	প্রতাপ দাস । সুভাষ চ্যাটার্জী
নিতাই	দিলীপ সরকার । শ্যামল সিকদার
চিত্ত	সুব্রত ঘোষ
জিতেন	শ্যামল সিকদার । সন্দীপ দাস
সত্যেন	অশেষানন্দ রায় । শৈল চৌধুরী
শ্যাম	শৈল চৌধুরী । প্রদীপ ঘোষ
ব্রজেন	উদয় পাল । স্বপন দাস

মুখবন্ধ

পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য নয়, নেহাৎই মামুলীভাবে দু চারটে খুব দরকারী কথা এই সুযোগে বলে নিচ্ছি।

প্রথম নাটকটির 'জন্য শ্রীরামপুর নিবাসী সুসাহিত্যিক শ্রীবিশ্বনাথ রায় মহাশয়ের কাছে আমি ঋণী। তাঁরই ছোট গল্প "শুধু স্মৃতিটুকু" অবলম্বন করে "ভিখারী মণ্ডল একটি নাম" নাটকটি রচিত হয়েছে। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছোট করার দুঃসাহস আমার নেই।

এই নাটকটি বাংলা এবং বাংলার বাহিরে অন্তত ৫০ রজনী অভিনয় ক'রে "রাঙ্গারাখী শিল্পীগোষ্ঠী"র সভ্যগণ যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তার জন্য আমি তাঁদের সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ। ঐ সংস্থার পরিচালক আমারই স্নেহাস্পদ ভ্রাতা শ্রীঅখিল মজুমদারের দীর্ঘায়ু কামনা করি।

লিলুয়ার মিত্রম সংস্থা দীর্ঘ কয়েকবছর যাবৎ "রক্তিম দিগন্ত" নাটকটি অভিনয় ক'রে বহু জায়গায় পুরস্কৃত হয়েছেন। তাঁদেরও সকলকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

নাট্যকার শ্রীশ্যামলতনু দাশগুপ্ত নাট্যকার শ্রীসুনীল দত্ত প্রভৃতি সুধীবৃন্দ নাটক দুটি প্রকাশের জন্য যে ভাবে আমায় উৎসাহিত করেছেন তার জন্য তাঁদের জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

নাট্য সমালোচক শ্রীদিলীপ মিত্র, অধ্যাপক শ্রীসুনীল চক্রবর্তী, নাট্য সমালোচক শ্রীনীহার গুন এবং আরও অনেকে আমায় যে ভাবে নাটক লেখার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন তা আমি সারাজীবন কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবো।

পরিশেষে, যে সব সংস্থা নাটকগুলি অভিনয় করবেন তাঁদের প্রতি আমার অনুরোধ, দয়া করে খুব অসুবিধা না থাকলে আমায় নিম্ন ঠিকানায় অভিনয়ের সংবাদ জানালে উৎসাহিত বোধ করবো।

আমার কৈফিয়ৎ

অনেকদিন আগে আমার 'নবরত্ন' নামে একটি গল্প সংকলনে "শুধু স্মৃতিটুকু" গল্পটি প্রকাশিত হয়। তারপর অনেক বছর পেরিয়ে গেছে। বছর তিনেক আগে নাট্যকার সলিলবাবুর সাথে পরিচয় হয় এবং সেইসময়ই তাকে সংকলনের একস কপি উপহার দিয়ে যে কোন গল্পকে নাট্যরূপ দেওয়াব জন্যে অনুরোধ করি। ঠিক দুই সপ্তাহ পরে সলিলবাবু "ভিখারী মণ্ডল একটি নাম" নাটকটি আমায় পড়ে শোনান। "শুধু স্মৃতিটুকু" গল্পটির এই নাট্যরূপ দেখে আমি খুবই খুশী হই।

শুনেছি নাটকটি বহুবার অভিনীত হয়েছে এবং শ্রমিক ও সাধারন মানুষের মন জয় করতে পেরেছে। এর জন্যে "রাঙ্গারাথী শিল্পী গোষ্ঠি"র সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

শুনেছি এবং জেনেছি যে নাটকটি বহু বিদগ্ধজন কর্তৃক সমালোচিত হয়েছে। যাঁরা সমালোচনা করেছেন তাঁদের বক্তব্য সংগ্রামবিমুখ "ভিখারী মণ্ডল"কে হিরো করে অত গুরুত্ব দেওয়ায় শ্রমিক শ্রেণীকে ভুল রাস্তা দেখান হয়েছে। একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, সংগ্রামবিমুখ কোন চরিত্র বা চিন্তার প্রতি সহানুভূতি জাগানোর চেষ্টা (তা জ্ঞাতসার হোক বা না হোক) মুলতঃ একটি প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যকর্ম।

এখন প্রশ্ন এই যে "ভিখারী মণ্ডল" সত্যই সংগ্রামবিমুখ কি নয়। এই প্রসঙ্গে খুব সঙ্গত কারণে আমার গোর্কির "মা" উপন্যাসের "মা" চরিত্রটির কথা মনে পড়ছে। যাকে আমরা গোড়ার দিকে ঠিক ভিখারী মণ্ডলের মতই সংগ্রাম সম্পর্কে অসচেতন দেখতে পাই। তাই মা পুত্র পাভেলের সমাজতন্ত্রী দলের সাথে সম্পর্কের কথা জানতে পেরে পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আতংকিত হয়ে পড়েন এবং পাভেলকে নিবৃত্ত করার কথাও ভাবেন। কিন্তু সেই মা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে পরে সেই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং সবশেষে মৃত্যুবরণও

করেন মার মৃত্যুবরণ করার ব্যাপারে অনেকের মনে প্রশ্ন থাকা সত্ত্বেও লেনিন একসময় এই উপন্যাসটীর উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এর প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন। তুলনামূলকভাবে ভিখারী মণ্ডল চরিত্রটিকে যদি একই দৃষ্টিভংগী দিয়ে বিচার করা হয় তাহলে কি তাকে নেতিবাচক অথবা সংগ্রামবিমুখ আখ্যা দেওয়া যায়? একটি সাধারণ শ্রমিক ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে দ্বান্দিক প্রক্রিয়ায় ক্রমশঃ সংগ্রামী চেতনার অধিকারী হয়ে উঠল এবং মৃত্যুববণ করল, এই তো ভিখারী মণ্ডল। তাহলে সে সংগ্রামবিমুখ হয় কি করে? বিদগ্ধজনেরা আশা করি আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন।

সলিলবাবুকে ধন্যবাদ জানিয়ে জানিয়ে এবং নাটকটি প্রকাশিত হয়ে বহুল প্রচারিত হোক এই কামনা জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি।

৬৭/টি, জি. টি রোড (পশ্চিম)

পো শ্রীরামপুর

জিলা হুগলী

দৃশ্যারম্ভ

[পর্দা উঠলে দেখা যায় স্তিমিত আলোয় একটি কারখানার গেটের সামনে লাল শালুতে ঢাকা একটি মৃতদেহ ঘিরে কয়েকজন শ্রমিক শোকাচ্ছন্ন অবস্থায় বসে আছে। রাখহরি ও সুভাষ মাথা নীচু করে চিন্তিতভাবে পায়চারী করছে। সুভাষ মাঝে মাঝে দর্শকদের উপস্থিতি বোঝার চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ নীরবতার পর সুভাষ ভাল করে দর্শকদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে -]

সুভাষ ॥ হরি....সবাই এসে গেছেন। আমাদের ভিখারীদা সম্বন্ধে তুমি যা বলবে বলছিলে তা এবার সুরু করতে পার।

[রাখহরি এগিয়ে এসে দর্শকদের উদ্দেশ্য করে]

রাখহরি ॥ আপনারা সবাই এসে গেছেন। আমরা ভিখারীদাকে ঘিরে গত কিছুদিন যে ঘটনাগুলো ঘটে গেল সব কিছুই আপনাদের সামনে রাখার চেষ্টা করছি।

[পেছিয়ে গিয়ে দাড়ায়। আলো উজ্জল হয়]

রাখহরি ॥ ভিখারী মণ্ডল—একটি নাম।

শ্যাম ॥ ভিখারী মণ্ডল—শ্রমিকের সাথী।

সত্যেন ॥ ভিখারী মণ্ডল—মেহনতী মজদুর।

কানাই ॥ ভিখারী মণ্ডল—তোমার আমার সংগ্রামের সুতীক্ষ্ণ বিবেক।

নিতাই ॥ ভিখারী মণ্ডল—সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর অকৃত্রিম বন্ধু।

কোরাস ॥ তাই ভিখারী মণ্ডল—একটি নাম।

জিতেন ॥ অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে মূর্ত প্রতিবাদ—এই নাম।

চিত্ত ॥ আপোষহীন সংগ্রামী মনোভাবের প্রতীক—এই নাম।

রাজেন ॥ দুর্জয় সংগ্রামে দৃঢ়তার প্রতীক—এই নাম।

সুভাষ ॥ এ নামের সংকেত, শুধু সংগ্রাম—আপোষহীন সংগ্রাম।

কোরাস ॥ তাই ভিখারী মণ্ডল একটি নাম। আমরা সাথী ভিখারীদার সাথে এই কারখানাতে মজুরবৃত্তি করেছি এবং কেউ কেউ এখনও করছি।

[রাখহরি এগিয়ে আসে। আলো অতি উজ্জ্বল হয়]

রাখহরি ॥ আমি রাখহরি সাহা। ভিখারীদার মতই এই কারখানায় কাজ করতাম। গত ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বরখাস্ত হয়েছি। এ কারখানার মজদুর ইউনিয়নের আমি সভাপতি।

নিতাই ॥ আমি নিতাই পাল। কামারশালে কাজ করি। টিফিনের সময় ভিখারীদার কাছে বসে বিড়ি খেতে খেতে গল্প শুনতাম। ভারী মজার মজার গল্প বলতে পারতো ভিখারীদা।

সুভাষ ॥ আমি সুভাষ দত্ত। মধ্যবিত্ত ঘরে বড় হয়েছি। B. A. পাশ করার পর চাকরীর জন্য ঘুরে ঘুরে, যখন শুধু চটির তলাই নয় পায়ের তলাও ক্ষয়ে যাচ্ছে, এমনি একটা দিনে ওই চায়ের দোকানে ভিখারীদার সঙ্গে আমার পরিচয়। আমার অবস্থার কথা শুনে ভিখারীদাই আমায় এই কারখানায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলো।

কানাই ॥ আমার নাম কানাই পাড়ুই। বাবা ঘরামীর কাজ করতো। কষ্টে দিন চলতো। তাই একটু বড় হয়েই কাজের ধান্দায় বেরোতে হল। অনেক কষ্টে বাবুদের হাতে পায়ে ধরে এই কারখানায় ঢুকি। টিফিনে আমিও ভিখারীদার গল্পের আসরে গিয়ে বসতাম।

চিত্ত ॥ আমি চিত্ত রায়। এই কারখানার মজদুর ইউনিয়নের আমি সম্পাদক। লেখাপড়া শিখেছিলাম কিনা সেটা ইতিহাসের একটা বিস্মৃত অধ্যায়। তবে বেঁচে থাকার জন্য যে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তা লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে শিখেছি। গত ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আমিও বরখাস্ত হয়েছি।

শ্যাম ॥ আমি শ্যাম কোলে। গাঁয়ে থাকতাম। একটুকরো ছোট্ট জমি ছেলো বাপের। খুব কষ্টে দিন চলতো ঠিকই কিন্তু গাঁ আমার খুব ভাল লাগতো। একদিন বাবুদের দারোয়ান এসে আমাদের সবাইকে বাড়ী থেকে বের ক'রে

দিল। জিনিষ যা ছিল তার কিছুই নিতে দিলো না। পরে জেনেছিলাম সুদ আসল কোনটাই বাবা মেটাতে পারেনি বলে বাবুরা আইনের সাহায্য নিয়ে আমাদের উচ্ছেদ করেছিল। সেই ধাক্কাটা বাপ আমার সহ্য করতে পারলো না। ২।১ বছর বাদেই গলায় রক্ত উঠে মারা গেল। তারপর আমি মা আর বোন সবাই সহরে এসে ভিক্ষে করতে লাগলাম। কিন্তু মাটাও পাঁচ'ছমাসের মধ্যেই বাপের পাছু নিল। কিছুদিন পর বোনটাকেও আমার চোখের সামনে থেকেই কয়েকজন জোর ক'রে তুলে নিয়ে গেল। এবার আমি একা। বাঁচার জন্য ভিক্ষে করতে করতে একদিন এসে হাত পাতলাম ভিখারীদার কাছে। ভিখারীদা আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কি জানি কেন বড়বাবুর কাছে নিয়ে গিয়ে এই কারখানায় ঢুকিয়ে দিলো। বড়বাবু ভিখারীদাকে মান্যি করতো খুব।

জিতেন॥ আর সেইজন্যই আমি ভিখারীদাকে মালিকের লোক বলে মনে করতাম। আমি জিতেন কর। এই কারখানারই মজুর। আমি স্বীকার করছি যে, আমি ভুল করেছিলাম। ভিখারীদা মালিকের কেউ ছিল না—ভিখারীদা ছিল আমাদের সাথী।

রাজেন॥ ঠিক কথা। ভিখারীদা মালিকের কেউ ছিল না—কোনদিনও না। আমি রাজেন বল। আমি আজই শুধু বলছি না—চিরদিন বলবো—জোর গলায় বলবো, ভিখারীদা ছিল আমাদের মত মজুরের দলে।

সত্যেন॥ হ্যাঁ, শোষিত মানুষের বিশ্বাসের লোক ছিল ভিখারীদা। কিন্তু আমি সত্যেন লস্কর, নিজে একজন শোষিত মজুর হওয়া সত্বেও এই কথাটা এমন করে বুঝতে পারিনি যেমন করে আজ বুঝতে পারছি। ভিখারীদা আমাদের বুঝতে দেয়নি যে, সে আমাদের কি ছিল—কতখানি ছিল। আমরা যখন লড়াইয়ের স্লোগান তুলেছি, চিৎকার করেছি, যখন আমাদের ক্ষোভ ফেটে ফেটে পড়েছে, মেসিনের কাজ বন্ধ ক'রে দিয়ে যখন আমরা উত্তেজিত তর্ক-

বিতর্কে মত্ত থেকেছি তখনও দেখেছি, ভিখারীদা কাজ ক'রে চলেছে নির্বিকার ভাবে।

• [আলো বদলে গিয়ে নীল হয়।]

কানাই/নিতাই/শ্যাম ॥ ভিখারীদার ওই ব্যবহারের জন্য আমরা অনেকেই ভিখারীদাকে বিশ্বাস করতে পারতাম না।

সত্যেন/রাজেন/জিতেন ॥ আমরাও ভিখারীদাকে মালিকের দালাল ব'লে ভাবতাম।

সুভাষ/চিত্ত/রাখহরি ॥ কিন্তু আজ যখন বুঝতে পারছি যে তা নয়, তখন—

সত্যেন/রাজেন/জিতেন ॥ তখন অনেক দেরী হযে গেছে। ভিখারীদা আজ আর আমাদের কথা শুনতে পাবে না, কারণ—

কানাই/নিতাই/শ্যাম ॥ কারণ—ভিখারীদা আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। ভিখারীদা মারা গেছে।

[আলো বদলায়। সাদা আলো পড়ে]

রাখহরি ॥ মিথ্যে কথা—।

কানাই ॥ মিথ্যে কথা! কি মিথ্যে কথা?

রাখহরি ॥ ভিখারীদা মারা যায়নি। এ স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। ওরা হত্যা করেছে ভিখারীদাকে।

কানাই ॥ ওরা হত্যা করেছে! কারা? কারা হত্যা করেছে?

চিত্ত ॥ যারা আমাদের মত হাজার হাজার মেহনতী মানুষের রক্ত শোষণ ক'রে নিজেদের মুনাফার পাহাড় উঁচু ক'রে চলেছে, তারা।

শ্যাম ॥ আমি গেঁয়ো মানুষ। তোমাদের হেঁয়ালী কথা ভাল বুঝতে পারছি না। সোজা কথায় বলো কেমন করে খুন করেছে। আমরা তো জানি—

চিত্ত ॥ কি জানি? কি জানি আমরা?

কানাই ॥ জানি যে, ভিখারীদা অনশন সত্যাগ্রহ ক'রে মারা গেল।

রাখহরি ॥ কিন্তু কেন—কেন ভিখারীদাকে এভাবে মরে যেতে হোলো ?

চিত্ত ॥ কেন শহরে, গাঁয়ে, গঞ্জে, কলে কারখানায়, ক্ষেতে, খামারে, মেহনতী মানুষ এইভাবে তিল তিল ক'রে মারা যায় ?

রাজেন ॥ আর কেনই বা মুষ্টিমেয় কয়েকজন আমাদের প্রাণের বিনিময়ে নিজেদের সম্পদ পর্বতপ্রমাণ কবার সুযোগ পায় ?

সুভাষ ॥ আমাদের বেঁচে থাকার নিদাকণ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয় কেন ?

শ্যাম ॥ কেন ?

কানাই ॥ কেন ?

নিতাই ॥ কেন ?

চিত্ত ॥ কারণ—হত্যার এই সূক্ষ্ম পদ্ধতি, যা ধীরে ধীরে আমাদের জীবনিশক্তিকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে—তাকে আমরা বুঝতে পাবিনি ।

রাখহরি ॥ তাই যে সব হত্যাকারী দিনের পর দিন নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে আমাদের নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে তাদেরও আমরা চিনতে পারিনি ।

সুভাষ ॥ আমরা বুঝতে পারিনি শুধু নয় এখনও পারি না—এমনকি চোখের সামনে ভিখারীদার তিল তিল করে মরে যাওয়া দেখেও বুঝতে পারিনা যে ভিখারীদা মারা যায়নি—তাকে মেরে ফেলা হয়েছে ।

রাখহরি ॥ শুধু ভিখারীদা কেন—আমরা সকলেই ঠিক একইভাবে তিল তিল ক'রে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি। আজও নড়ে চড়ে বেড়াতে পারছি, কথা বলার শক্তি আছে তাই বুঝতে পারছি না যে ঐ মুষ্টিমেয় হত্যাকারী কি সুন্দর পরিকল্পনা ক'রে আমাদের রক্ত শুষে শুষে নিঃশেষ করে দিচ্ছে দিনের পর দিন ।

চিত্ত ॥ আশ্চর্য্য ! ভিখারীদাও যখন নড়ে চড়ে বেড়াত, কথা বলতে পারতো, তখন সেও বুঝতে পারেনি এই সোজা কথাটা ।

সুভাষ ॥ ঠিক তাই' এইতো সেদিন—যেদিন গেট মিটিং-এ আমরা ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত নিই, সেদিন রাখহরি আমাদের সবাইকে দাবীদাওয়া সম্বন্ধে

বোঝাবার জন্য এই গেটেরই সামনে দাঁড়িয়ে আলোচনা করছে— সেই দৃশ্যটা তো এখনও চোখের সামনে ভাসছে—

[আলো বদলায়। নীল হয় মঞ্চ। রাখহরি Gate মিটিং পরিচালনা করছে।]

রাখহরি ॥ বন্ধুগণ,—আজ আমি এই মিটিং-এ আমাদের দাবীদাওয়া, যা মালিকের কাছে পেশ করতে চাই, তা আলোচনার জন্য আপনাদের জমায়েত ডেকেছিলাম। আমরা এবার মিটিং-এর কাজ সুরু করছি। ইউনিয়ন সম্পাদককে আমি অনুরোধ করছি, সামগ্রিক পরিস্থিতি অনুযায়ী দাবী দাওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য।

চিত্ত ॥ বন্ধুগণ, আজ আর আপনাদের একথা বুঝিয়ে বলার দরকার নেই যে, কেন আমরা মালিকের কাছে দাবী দাওয়া পেশ করতে চলেছি। আপনারা সবাই জানেন এবং শুধু জানাই নয়, প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্ত হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন যে বাজার দর কি ভাবে আকাশ ছোঁয়া হ'য়ে উঠেছে। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনও আমরা আর এ মজুরীতে মেটাতে পারছি না। অসহ্য কষ্ট আর দুর্দশার মধ্যে প'ড়ে অনেক ভেবে, অন্য কোন উপায় নেই দেখে আমরা বাঁচার মত মজুরী দাবী করছি মালিকের কাছে। আমি মনে করি এ দাবী অযৌক্তিক নয়। প্রত্যেকেরই বাঁচার অধিকার আছে। প্রত্যেকেই আমরা বেঁচে থাকার দাবী করতে পারি। কিন্তু একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, শুধু দাবী পেশ করলেই দাবী আদায় হয় না, মালিকরা কথনোই সোজাসুজি আমাদের দাবী মেনে নেয়না। তাই দাবী পেশের সাথে সাথে দাবী আদায়ের সংগ্রামের জন্যেও আমাদের তৈরী থাকতে হবে। মালিক যদি আমাদের ন্যায্য দাবী মেনে না নেয় তাহলে সকলের মিলিত সংগ্রাম মারফৎই আমরা মালিককে আমাদের দাবী মানতে বাধ্য করবো। তিল তিল করে আমরা মারা যাবো, আর

ওই মালিকরা আমাদের রক্ত শুষে দিনে দিনে ফুলে ফেঁপে উঠবে এ অবস্থা আমরা আর কিছুতেই সহ্য করবো না।

[সুভাষ "ভিখারীদার" প্রতিনিধিত্ব করে]

সুভাষ/ভিখারী ॥ না-না চিত্ত ভাই। এটা ঠিক কথা নয়। এটা তুমি ঠিক বলছো না।

রাখহরি ॥ সেকি ভিখারীদা! কি ঠিক বলছে না?

সুভাষ/ভিখারী ॥ ওই যে চিত্ত ভাই বলছিলো না—যে আমাদের রক্ত শুষে নাকি বড়বাবু আর ছোটবাবু ফুলে ফেঁপে উঠছে, ওটা কিন্তু ঠিক কথা নয়। ওদের অনেক····

জিতেন ॥ এই যে দালালী করতে সুরু করেছে।

রাখহরি ॥ আঃ জিতেন! আচ্ছা ভিখারীদা, তুমি একটু বুঝিয়ে দাও তো চিত্ত কি ভুল বলেছে।

সুভাষ/ভিখারী ॥ আমি···আমি তোদের ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবো না, কিন্তু ওই বড়বাবুকে আর ছোটবাবুকে আমি কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছি। ৪০ বছর আগে যখন আমার এক কুড়ি বয়েস তখন এই মিল পত্তন করেছিলাম আমরা। বড়বাবু-ছোটবাবুর বাবা, আমি আর কয়েকজন। সেদিন আমরা পত্তন করেছিলাম বলেই না আজ তোরা দুবেলা দুমুঠো খেতে পাচ্ছিস, বউ ছেলের মুখে হাসি ফোটাতে পারছিস। কত কষ্টে যে কারখানাটা আজ এত বড় হয়েছে তাতো তোরা জানিস্ না।

সত্যেন ॥ ব্যোমকালী। না গুরু জানি না। তখন তো আমরা কেউ জন্ম নিইনি গুরু। তুমি হ'লে ভুশুণ্ডীর কাক। তুমি এখানে কেন মাইরী। কেটে পড়ো না।

জিতেন ॥ টিফিন টাইমে তোমার ওই গল্প শুনবো—এখন কেটে পড়োতো মাইরী।

রাজেন ॥ তোমার গপ্পে যে আমাদের কাজের কথা ফেঁসে যাবে গুরুদেব।

সুভাষ/ভিখারী ॥ গল্প! গল্প কি রে! গল্প কি? জানিস্, বাবুদের সঙ্গে

যখন প্রথম এখানে আসি, তখন কি হৈচৈ এই সহরে। বলে—"ইংরেজ হটাও– বিলিতি কাপড় পোড়াও", সে কি হৈচৈ। সেদিন তো তোরা ছিলি না। এই···এই সব লোক ছিল। সে এক মহামারী লঙ্কাকাণ্ড।

সত্যেন॥ কেলো—গেট মিটিং কেলো। রামায়ণের আদি পর্ব সুরু হয়ে গেছে। চালাও গুরু—চালিয়ে যাও। আমি ততক্ষণ ব'সে ব'সে হাই তুলি।

জিতেন॥ (নেচে নেচে গান ধরে) গুরু দেবতা—গুরুই তো নেতা

গুরু তো গরু কভু নহে রে

সত্যেন॥ (অনুসরণ করে) গুরুকে জানিও, গুরু বাক্য শুনিয়ো

না হলে হবে লঙ্কাকাণ্ড রে।

[সবাই হৈ হৈ ক'রে ওঠে]

রাখহরি॥ আঃ সত্যেন। জিতেন—

জিতেন॥ তা আমাদের ধমকিয়ে কি হবে। গুরু কি আর কোন কাজ এগোতে দেবে? মিটিং আজকের মত হ'যে গেছে।

রাখহরি॥ না—মিটিং চলবে।

শ্যাম॥ ঠিক কথা হরিদা। মিটিং আমাদের চলবেই।

সুভাষ/ভিখারী॥ কিন্তু এইসব মিটিং ফিটিং ক'রে তোদের কি লাভ হবে? তোদের যা দরকার তা বাবুদের বলে দেখলেই তো পারিস্। বড়লোক হলেই তো আর খারাপ লোক হয় না।

কানাই॥ এটা কিন্তু ভিখারীদা ঠিক কথা বলেছে।

রাজেন॥ তুই থামতো। বেশ গুরু তুমি যা বলছো, আমরা তাতেই রাজী। ভাইসব—গেট মিটিং ইস্টপ্। আমাদের গুরু বলছেন যে তিনি আমাদের দাবী নিয়ে মালিকের সাথে দেখা করবেন এবং দাবী আদায় করে দেবেন। সবাই তোমরা রাজী?

জিতেন॥ (বিশেষ সুরে) অবিশ্যি অবিশ্যি।

সত্যেন॥ গুরুদেব—এইবার তুমি তোমার ওই ভাললোক বাবুদের কাছে গিয়ে

বলো যে আমাদের বেঁচে থাকার মত মজুরীটা অন্ততঃ দিক. সংসারতো আর গপ্প শুনলে চলবে না। পেটে তো কিছু চাই।

জিতেন ॥ হ্যাঁ মালিক—স্রেফ পোড়া পেটের জন্যে। বেঁচে থাকার জন্য বেশী মাইনে চাই। যাওনা গুরু—

সুভাষ/ভিখারী ॥ ঠিক আছে, যাচ্ছি। মাত্র কয়েকটা টাকা আর বাড়িয়ে দেবে না! কত ছোট থেকে কত বড় হয়ে গেল কারখানাটা। কুড়ি জনে পত্তন। আর আজ ৪।৫ হাজার মানুষের ভাতরুটির জোগাড় হচ্ছে। এত করেছে বাবুরা আর এইটে করবে না! সামান্য মাইনে বাড়িয়ে দেবে না! নিশ্চয় দেবে। তোরা দাঁড়া, গোল করিস না। আমি এক্ষুনি বাবুদের সাথে কথা বলে সব ঠিক ক'রে আসছি।

[পেছনে গিয়ে পেছন ফিরে Freeze]

জিতেন ॥ শালা দালাল (রাখহরি ও চিত্ত বাদে সবাই ভিখারীর গমন পথের দিকে আঙ্গুল তুলে বিচিত্র ভঙ্গীতে Freeze আলো উজ্জল সাদা]

সত্যেন ॥ (Freeze ভেঙ্গে) সেদিন সত্যিই দালাল ভেবেছিলাম ভিখারীদাকে।

রাজেন ॥ কত সহজে আমরা অপরকে দালাল বলে চিহ্নিত করি।

চিত্ত ॥ 'দালাল' শব্দটা ব্যবহার করতে এত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে শব্দটার আসল অর্থটা হারিয়ে ফেলেছি আমরা।

রাখহরি ॥ সত্যিই কি ভিখারীদা মালিকের দালাল ছিল?

কোরাস ॥ না—

রাজেন ॥ ভিখারীদা ছিল আমাদেরই দুঃখ কষ্টের সাথী। আমাদের জীবনের আমাদের লড়াইয়ের অংশীদার।

সত্যেন ॥ কিন্তু সেদিন আমরা একথাটা বুঝতে পারিনি।

জিতেন ॥ আর তাই—ভিখারীদা যখন বাবুদের কাছ থেকে নিরাশ হ'য়ে, অপমানিত হ'য়ে আমাদের কাছে ফিরে এল, তখন আমরা তাকে ব্যঙ্গে বিদ্রুপে আরও অপমান করেছিলাম।

[আলো নীল হয়। আবার গেট মিটিং-এর পরবর্ত্তী অংশ সুরু]

রাজেন ॥ আরে মালিক এসে গেছে। বন্ধুগণ এবার আপনারা চুপ ক'রে শুনুন। মালিকের প্রতিনিধি—সরি, আমাদের প্রতিনিধি মালিকের কাছ থেকে আমাদের দাবী আদায় করে ফিরেছেন।

শ্যাম ॥ মাইনে কত বাড়লো গো ভিখারীদা।

নিতাই ॥ তাড়াতাড়ি বলোনা মাইরী। পেট যে ফুলে ভেঁপু হয়ে উঠেছে।

সুভাষ/ভিখারী ॥ বাবুরা আমায় অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

[অনেকে হেসে ওঠে]

সত্যেন ॥ বন্ধুগণ, গোলমাল করবেন না। আমাদের প্রতিনিধি যিনি বাবুদের কোলে পিঠে করে মানুষ করে তুলেছেন, তিনি বলছেন যে মানুষ তৈরী হবার পর ওই ভালোমানুষরা আমাদেব প্রতিনিধিকে অপমানিত কর বিতাড়িত করেছেন।

জিতেন ॥ অবিশ্যি-অবিশ্যি—ভেঁউউ – —ভেঁউউ (একরকম আওয়াজ করে)

[অনেকে হেসে ওঠে]

সত্যেন ॥ আমার কি মনে হচ্ছে জা়ন গুরু। বাবুরা সব এখনও তো ছেলেমানুষ। রাগ পড়ে গেলে আবার তোমায় ডেকে নেবে।

সুভাষ/ভিখারী ॥ আমিও তাই ভাবছি রে—

জিতেন ॥ অবিশ্যি অবিশ্যি—গুরুও তাহাই ভাবিতেছেন।

সত্যেন ॥ কি ভাবছো গুরু ?

সুভাষ/ভিখারী ॥ ওই—রাগ পড়ে গেলে, বাবুরা আমায় নিশ্চয় আবার—

জিতেন ॥ অবিশ্যি অবিশ্যি....ভেঁউউ—ভেঁউউ—

রাখহরি ॥ তুমি ভুল করছো ভিখারীদা। বড়লোকরা আমাদের কখনই সম্মান দেয় না। ওরা জানে শুধু আমাদের ঘৃণা করতে, অপমান করতে, আর পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখতে।

সুভাষ/ভিখারী ॥ না, না—জানিস্ হরি, বড়লোক আর গরীব দুইই তো সেই

দয়াময় ভগবানের সৃষ্টি রে। ওরা বড়লোক বলে আমাদের ঘেন্না করবেই এটা ঠিক কথা নয়।

জিতেন ॥ অবিশ্যি—অবিশ্যি। ভেঁউউ—বন্ধুগণ, গুরু বাণী বিতরণ করছেন।

চিত্ত ॥ আঃ জিতেন! একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করি ভিখারীদা, বলতে পারো আমরা এই হাজার হাজার লোক যারা দিনভর মেহনত করছি, তারা সবাই ভগবানের ইচ্ছায় গরীব হ'য়ে গেলাম। আর তোমার বাবুরা সব ভগবানের ইচ্ছায় বডলোক হ'য়ে গেল। এটা কেন হয়?

সুভাষ/ভিখারী ॥ কর্মফলে রে—কর্মফল—পূর্বজন্মের কর্মফল। তবে পয়সা হলেই যে মানুষের মন ছোট হয়ে যাবে, এটা ঠিক কথা নয়। জানিস ওই বড বাবু যখন দেশের বাডীতে পুকুরে ডুবে যাচ্ছিল—

রাখহরি ॥ তুমিই তাকে বাঁচিয়েছিলে।

সুভাষ/ভিখারী ॥ তুই। তুই কি করে জানলি?

রাখহরি ॥ তোমাকে চিনি বলেই বলছি।

সুভাষ/ভিখারী ॥ সত্যিই তাই। তুই কি মনে করিস যে, সে কথা ওরা একেবারে ভুলে গিয়েছে?

চিত্ত ॥ হ্যাঁ—ভুলেই গেছে। তুমিই কেবল মনে রাখবে—আমরাই কেবল মনে রাখবো, কিন্তু তোমার ওই ভালোলোক বাবুরা ভুলেই যাবে।

কানাই ॥ তোমায় একটা কথা বলবো ভিখারীদা। বিশ্বাস করবে?

সুভাষ/ভিখারি ॥ বল্ না—বল্। বিশ্বাস করবোনা কেন?

কানাই ॥ বাবুরা তোমার বিরুদ্ধে বলে বেড়াচ্ছে যে স্বদেশীযুগে যখন বিলিতি কাপড় পোড়ান হয়েছিল তখন তোমার মা নাকি তার থেকে একখানা কাপড় চুরি করে পালাচ্ছিল।

রাখহরি ॥ আঃ কানাই!

সুভাষ/ভিখারী ॥ কি! কি বললি? বাবুরা আমার মাকে চোর বদনাম দিচ্ছে। আমার মা চোর?

চিত্ত ॥ গরীবের এই সব কথাগুলোই ওরা মনে রাখে ভিখারীদা। গরীবের উপকার করার কথা—প্রাণ বাঁচানোর কথাটা ওরা ভুলে যায়।

রাখহরি ॥ গরীবকে যে ওরা চোর ছোটলোক ছাড়া ভাবতেই পারেনা।

সুভাষ/ভিখারী ॥ জানিস হরি—যখন বিলিতি কাপড় পোড়ান হচ্ছিল সেই সময় আমার একখানাও পরনের কাপড় ছিল না। অতগুলো কাপড় পোড়ান হচ্ছে দেখে মা আমার জন্যেই একটা আটহাতি কাপড় সরিয়ে রেখেছিল। এটা অন্যায় নিশ্চয়। কিন্তু—আমার কষ্ট সহ্য করতে না পেরেই তো মা এটা করেছিল। আর সেইজন্যে আমার মাকে এখনও ওরা চোর বলে। আমাদের যে তখন দু-বেলা একমুঠোও জুটতো না রে।

রাখহরি ॥ দুঃখ কোরো না ভিখারীদা। দুঃখ করে আর চোখের জল ফেলে কোন কিছু করা যায় না। একটা কথা শুনেছো তো। 'চোরের মায়ের বড় গলা'—তোমার বাবুদেরও হয়েছে তাই।

শ্যাম ॥ যা বলেছ। শালাদের অত থাকা সত্ত্বেও নিত্যি চুরি করছে আর নিজেদের দোষ ঢাকবার জন্য আমাদের চোর বলে বেড়ায়।

সুভাষ/ভিখারী ॥ না-না-বাবুরা চুরি করছে, এ তোরা কি বলছিস! এটা ঠিক কথা নয়—এটা ঠিক কথা নয়। ওদের কত আছে, ওরা কেন চুরি করবে!

চিত্ত ॥ ওদের ওই 'কত'কে আরও 'বেশী কত' করার জন্য। তুমিই বলতো ভিখারীদা, তুমি তো অনেকদিন থেকে ঐ বাবুদের সঙ্গে আছো। তোমরা যখন দেশ থেকে এখানে এসেছিলে তখন তোমার ওই বাবুদের অবস্থা কি এত ভাল ছিল?

সুভাষ/ভিখারী না—তা অবশ্য না। চল্লিশ বছর আগে এই কারখানার যখন পত্তন হয় তখন তো আমরা মাত্র কুড়িজন কাজ করতাম। কারখানা তখন কত ছোট। তারপর আস্তে আস্তে কারখানা বড় হোলো আর বাবুদের অবস্থা ভালো হবে না? অনেক ভালো হয়েছে!

রাখহরি ॥ ঠিক কথা। কারখানা বড় হোলো—বাবুদের অবস্থাও ভাল হোলো—অনেক ভাল হোলো কিন্তু তোমারা যে কুড়িজন লোক এই কারখানার পত্তনের সময় থেকে আজও কাজ করে চলেছো—তাদের অবস্থা কি অনেক ভাল দূরে থাক, একটুও ভাল হয়েছে ?

সুভাষ/ভিখারী ॥ তার মানে ?

জিতেন ॥ বাকী উনিশজনের কথা বাদ দিলাম। তুমি তো সেই সময়কারই একজন। তোমার অবস্থা কি আজ চল্লিশ বছর আগের চেয়ে কিছু ভাল হয়েছে ?

সুভাষ/ভিখারী ॥ তার মানে ? তোরা কি বলছিস ?

সত্যেন ॥ এই সাদা কথাটা বুঝতে পারছো না ? ৪০ বছরে তোমার ওই বাবুদের অবস্থা চারশো গুণ ভাল হয়, আর তোমার আমার মত গরীবগুলো আরো গরীব হ'য়ে যাই কেন—এই সোজা কথাটা বুঝতে এত কষ্ট হচ্ছে কেন গো ভিখারীদা ?

কানাই ॥ তোমার অবস্থা যে ৪০ বছর আগের তুলনায় অনেক খারাপ হয়েছে এটাও কি বুঝতে পারো না ?

সুভাষ/ভিখারি ॥ হ্যা—না…মানে…খারাপ মানে ? তোরা যে ঠিক কি….

চিত্ত ॥ চল্লিশ বছর আগে তুমি ছিলে তাজা জোয়ান। শক্তি সামর্থ্য তোমার অনেক বেশী ছিল, তাই না ভিখারীদা ?

সুভাষ/ভিখারী ॥ হ্যা, সে কথা আর বলতে, তখন আমার শরীরে যে তেজ ছিল —ইয়া বুকের ছাতি—

রাখহরি ॥ অথচ আজ ? চল্লিশ বছর বাদে তোমার সেই শক্তি সামর্থ্য না থাকলেও তোমার পরিশ্রম তো একটুও কমেনি। এই বয়সেও তোমার বাঁচার জন্য দিনভর হাড়ভাঙ্গা মেহনত করতে হচ্ছে। বিশ্রাম নেবার সম্ভাবনা নেই।

সুভাষ/ভিখারী ॥ তা অবিশ্যি তোরা যা বলছিস………

চিত্ত ॥ একটু ভেবে দেখো ভিখারীদা। তোমার শক্তি সামর্থ্য, তোমার মত এই কারখানার অন্য শ্রমিকদের শক্তি সামর্থ্য যাকে বলে শ্রম করার ক্ষমতা— তাই দিয়ে তোমার বাবুরা তাদের সম্পদ দিন দিন বাড়িয়ে তুলছে—

রাজেন ॥ অথচ যাদের শ্রমে এই কারখানা বড় হোলো, তোমার বাবুরা ফুলে ফেঁপে উঠলো, তাদের অবস্থা কেমন তা কি নিজের দিকে তাকিয়ে, আমাদের দিকে তাকিয়েও বুঝতে পারো না ?

নিতাই ॥ জীবনিশক্তি কমতে কমতে আমরা নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি।

কানাই ॥ অকালে ঝ'রে পড়ার জন্য অপেক্ষায় আছি আমরা।

জিতেন ॥ শুধুই কি আমরা! আমাদের উপর নির্ভরশীল আমাদের বৌ, ছেলেপুলে—

শ্যাম ॥ সবাই অকালে ঝ'রে পড়বে।

কানাই ॥ পড়বে বলছো কেন ? অনেকেই তো চোখের সামনে ঝ'রে পড়েছে। অনেকে ঝ'রে পড়ার জন্য ধুঁকছে।

রাখহরি ॥ ঠিক কথা। ঝ'রে পড়েছে, পড়ছে এবং আমরাও পড়বো। কিন্তু কেন ? কেন এরকম হবে বলতে পারো ভিখারীদা ?

সুভাষ/ভিখারী ॥ তাইতো···কেন যে এমন হয় তা···ঠিক···

চিত্ত ॥ বলতে পারছোনা—তাই না ভিখারীদা ? কেন হয় জান ? ওরা তোমার আমার সকলের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ফল চুরি ক'রে নিজেদের সম্পদ বাড়ায়, নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ায়। আমাদের দিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন আছে ব'লে তারা মনে করে না। আমাদের বাঁচার প্রয়োজনও ওরা অস্বীকার করে আর তাই আমরা এইভাবে শুকিয়ে কুঁকড়ে অকালে ঝ'রে পড়ছি।

রাজেন ॥ কিন্তু তোমায় এও আমরা বলে রাখি ভিখারীদা, আমরা—গরীবরাও আজ অনেক কিছু বুঝতে শিখেছি।

সত্যেন ॥ এটা অন্ততঃ বুঝতে শিখেছি যে তোমার ওই বাবুদের—ওই ভদ্রবেশী শয়তানদের সম্পদের ভিতের ইঁট আমরা।

শ্যাম ॥ আমরা আছি—তাই তোমার বাবুদের সম্পদ বাড়ছে।

রাখহরি ॥ পৃথিবীটা আজ খুব তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে ভিখারীদা।

সত্যেন ॥ আমাদের আর অত সহজে ভাওতায় ভুলিয়ে রাখা যাবে না।

নিতাই ॥ ওদের দয়ার আশা আমরা করিনা। ন্যায্য দাবী বুঝে নিতে চাই।

কানাই ॥ আর ওরা যদি আমাদের এই দাবী অস্বীকার করে—না মেনে নেয় তাহলে—কি ক'রে তা আদায় করতে হয় তাও আমাদের জানা আছে।

সুভাষ/ভিখারী ॥ তাতো বটেই। তা ওরা তো আমাকে তাড়িয়ে দিলো। এখন কি করা যায়—কি ভাবছিস তোরা? কি করবি এবার?

রাখহরি ॥ দাবী মেনে না নিলে আমরা বাবুদের সম্পদ বাড়ানোর চাবিকাঠি এই কারখানার মেশিনগুলোর চলার গতি বন্ধ ক'রে দেবো।

চিত্ত ॥ ঠিক কথা—। ঘণ্টা বাজা বন্ধ হ'য়ে যাবে। মেশিনের আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে যাবে।

নিতাই ॥ কারণ ওই মেশিনগুলো আমাদেরই হাতের ছোঁয়ায় সরব থাকে। আমাদের ছোঁয়া না পেলে মেশিনগুলোর চলার কোন ক্ষমতাই নেই।

জিতেন ॥ আমরা মানুষ, মেশিন নই—এ কথাটা ওদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।

সুভাষ/ভিখারী ॥ তার মানে! তোরা ধর্মঘট করবি? কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে? কতদিনের কতকষ্টের এই কারখানা সেটা তোরা বন্ধ ক'রে দিবি? না-না—তোরা এ কাজটা করিস না—

জিতেন/সত্যেন/রাজেন ॥ চোপ-শালা দালাল—

[সুভাষ/ভিখারী ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকায়। চোখে জল।]

জিতেন ॥ শালা, আবার ন্যাকামী করে চোখের জল ফেলা হ'চ্ছে।

সত্যেন ॥ রাখহরিও হয়েছে তেমনি। কোথায় একটা কিছু ঠিক ক'রে ফেলবে তা নয়, দাদালটাকে নিয়ে সময় নষ্ট করছে।

সুভাষ/ভিখারী ॥ দালাল—আমি দালাল! বাবুরা বলে আমার মা চোর, তোরা বলিস্, আমি দালাল—বাবুদের দালাল—!

রাজেন ॥ চোপ শালা দালাল। ধর্মঘটের বিরুদ্ধে একটা কথা বললে এবার তোমার পিঠের চামড়া খুলে নেবো।

[রাজেন, সুভাষের কাছে গিয়ে মার দেওয়ার ভঙ্গীতে Freeze. রাখহরি ও চিত্ত বাধা দেওয়ার ভঙ্গীতে Freeze. বাকী সকলে সুভাষের প্রতি রাগত ভঙ্গীতে Freeze. আলো সাদা উজ্জ্বল হয়]

রাজেন ॥ (Freeze ভেঙ্গে) হ্যাঁ আমিই একথা বলেছিলাম। শুধু বলিনি মারতামও। ওই রাখহরি আর চিত্ত বাধা না দিলে হয়তো মারতাম।

[সকলে Freeze ভাঙ্গে]

রাখহরি ॥ কিন্তু তখন বুঝিনি যে ভিখারীদা দালাল ছিল না। বরং আমরা যারা জোর গলায় ধর্মঘটের সমর্থনে আওয়াজ তুলেছিলাম, তাদের মধ্যেই কেউ কেউ ধর্মঘট সুরু হবার পর মালিকের ধর্মঘট ভাঙ্গার চক্রান্তের শিকার হ'য়ে পড়েছিলাম।

[আলো রং বদলায়—নীল হয়]

[রাখহরি এবং চিত্ত পায়চারী করছে। বাকি সকলে পেছনে Freeze]

চিত্ত ॥ আজ আমাদের ধর্মঘট পনেরো দিনে পড়লো।

রাখহরি ॥ হ্যাঁ—

চিত্ত ॥ মালিক ব্যাটারা কিন্তু গ্যাঁট হ'য়ে বসে আছে। মতলবটা যে কি তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

রাখহরি ॥ কদিন আর চুপ করে বসে থাকবে? প্রতিদিন কমতো লোকসান হচ্ছেনা। ব্যাটারা আসলে দেখছে আমরা কতদিন চালাতে পারি?

চিত্ত ॥ এদিকে ইউনিয়ন ফাণ্ডের অবস্থাও ভাল নয়। মাইনের টাকা ফুরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই আজ ২।৩ দিন হোলো ফাণ্ডের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়েছে।

সংসার চালাবার জন্য সকলেরই টাকা দরকার। আর কয়েকদিন এভাবে চললে সামলানো দায় হবে।

রাখহরি ॥ হুঁ—ভাবনার কথা বটে।

চিত্ত ॥ (বাইরের দিকে তাকিয়ে) আরে ভিখারীদা! এসো এসো, কি খবর? তোমায় তো এ ক'দিন দেখতে পাইনি? [সুভাষ এগিয়ে আসে]

সুভাষ/ভিখারী ॥ আমি তো রোজই আসি। ঐ দূরের গাছতলাটায় বসে থাকি।

রাখহরি ॥ কেন? ওখানে বসে থাক কেন? এখানে আসতে দোষ কি?

সুভাষ/ভিখারী ॥ না—মানে, এখানে তো অনেকে থাকে কিনা, তাই। ওরা তো সব আমায় মালিকের দালাল ভাবে। আজ দেখলাম তোরা শুধু দুজনই আছিস। তোরা যে আমায় দালাল ভাবিস না তা আমি জানিরে হরি। আমি যে তোদের ভালবাসি।

[শ্যাম Freeze ভেঙ্গে এগিয়ে আসে]

শ্যাম ॥ আরে ভিখারীদা। তুমি কারখানার বাইরে!

সুভাষ/ভিখারী ॥ ওই শোন কথা, ওরে পাগল—তোদের এ ধর্মঘট হয়তো আমার ভাল লাগেনা। তাই বলে তোরা সকলে ধর্মঘট করে—কারখানার বাইরে থাকবি আর আমি একা ওই কারখানায় ঢুকে থাকবো? হাজার হোক তোদের সাথেই যে আমার দিন কাটতো রে।

শ্যাম ॥ কেন গো! কারখানার ভেতরেও তো তুমি সঙ্গী পেয়ে যেতে, বেশ কয়েকটা দালাল তো ভেতরে কাজ করছে।

সুভাষ/ভিখারী ॥ কাজ করছে? সেকি! তবে যে সেদিন সবাই বললে ধর্মঘট করাই ভাল! আমি তো শুধু একাই 'না', বলেছিলাম। আর তার জন্যে তোরা সবাই সেদিন কত কথা শুনালি, মারতে পর্য্যন্ত এলি!

শ্যাম ॥ তুমি এর মধ্যে কারখানায় ঢোকনি বলতে চাও?

রাখহরি ॥ আঃ! শ্যাম, ভিখারীদা যে কারখানায় ঢোকেনি এটা তোর বোঝা

উচিত ছিল। সেদিন ভিখারীদাকে যারা 'দালাল' বলে গাল দিয়েছিল, আজ তাদেরই মধ্যে বেশ কিছু লোক কষ্ট সহ্য করতে না পেরে কারখানার ভেতরে কাজ করছে। আর ভিখারীদা সেদিন তার নিজস্ব মতটাই শুধু বলেছিল কিন্তু সকলের মতটাই আজও পর্য্যন্ত মেনে চলেছে।

[নিতাই Freeze ভেঙ্গে আরেকদিকে বেরিয়ে যেতে চায়, শ্যাম তাকে ধরে ফেলে]

শ্যাম ॥ এই শালা—ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস ?

নিতাই ॥ যেখানেই যাই না কেন, তোকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি ? হাত ছাড়—

শ্যাম ॥ জবাব দে, কোথায় যাচ্ছিলি ? কারখানায় সিঁধুবার মতলব ? শালা—

[জিতেন Freeze ভাঙ্গে]

জিতেন ॥ সেকি ! নিতাই। শেষ পর্য্যন্ত তুইও ?

নিতাই ॥ হ্যাঁ, আমিও। আমার ইচ্ছে। আমি কারখানায় ঢুকবো কার বাপের কি ?

জিতেন ॥ (ধাক্কা দিয়ে) মুখ সামলে কথা বলবি—শালা দালাল। কারখানায় ঢুকবি ? তোর কারখানায় ঢোকা আজই শেষ করে দিচ্ছি, দাঁড়া।

[জিতেন, রাজেন, কানাই ও শ্যাম নিতাইকে মারতে যায়]

সুভাষ/ভিখারী ॥ ওরে, তোরা ওর কথাটা আগে শোন। কি বলতে চায় তা শোন। আহা—মারিস না—ওরে মারিস না।

জিতেন ॥ আঃ তুমি এর মধ্যে এসো না। শালাকে দালালী করার মজাটা টের পাইয়ে দিই। সরে যাও তুমি।

[এক ধাক্কায় ভিখারীকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। চিত্ত ও রাখহরি জোর করে নিতাইকে ওদের হাত থেকে ছাড়িয়ে নেয়। নিতাইয়ের ততক্ষণে ঠোঁট এবং আরও কয়েকটা জায়গা দিয়ে রক্ত পড়েছে। তাই দেখে নিতাইকে জড়িয়ে ধরে। নিজের কাপড়ের খুঁট দিয়ে রক্ত মুছিয়ে দেয়]

সুভাষ/ভিখারী ॥ ছিঃ ছিঃ! তোর একি ভীমরতি হলো রে? এতগুলো লোক সবাই কষ্ট করে চালিয়ে যাচ্ছে আর তুই— !

নিতাই ॥ হ্যাঁ আমি। আমায় যে কত দুঃখে কারখানায় ঢুকতে হচ্ছিল, তা যদি তোমরা বুঝতে! মেয়েটা আজ তিনদিন হলো জ্বরে বেহুঁশ। ওষুধ পথ্যির কোন ব্যবস্থাই করতে পারছি না। হাতে একটাও পয়সা নেই। চোখের সামনে মেয়েটা কষ্টে ছটফট করছে। সে কষ্ট দেখলে মাথার ঠিক থাকে না। ইউনিয়ন ফাণ্ড থেকে দশটা মাত্র টাকা চাইলাম কাল। পেলাম দুটো টাকা। ফাণ্ডের টাকাও নাকি ফুরিয়ে এসেছে। কি করে আমি মেয়েটাকে বাঁচাই বলতে পারো?

রাখহরি ॥ তাই বলে তুই কারখানায় ঢুকতে যাচ্ছিলি?

নিতাই ॥ হ্যা যাচ্ছিলাম। শুনেছি এখন যারা কাজ করছে তাদের দ্বিগুণ মাইনে দেওয়া হচ্ছে। এমনকি দরকার হলে একসঙ্গে কিছু টাকা অগ্রিমও পাওয়া যাচ্ছে।

জিতেন ॥ তাই দালালী করতে যাচ্ছিলি? শালা—

নিতাই ॥ হ্যাঁ যাচ্ছিলাম। দালালী-টালালী বুঝি না। কেমন করে আমার মেয়েকে বাঁচাবো সেইটেই এখন আমার কাছে সব চেয়ে বড় কথা।

রাজেন ॥ তোর একারই শুধু মেয়ে আছে?

নিতাই ॥ জানিনা।

জিতেন ॥ তোর একারই শুধু কষ্ট হচ্ছে?

নিতাই ॥ বুঝি না।

সত্যেন ॥ আমাদের কিছুই কষ্ট হচ্ছে না? আমরা কি খুব আরামে আছি?

নিতাই ॥ কিছু জানিনা, কিছু বুঝিনা আমি। বুঝতে চাইনা কিছু, মেয়েটাকে বাঁচানো দরকার এইটাই শুধু বুঝি।

সুভাষ/ভিখারী ॥ তোর এখন কত টাকার দরকার রে?

নিতাই ॥ তাও জানিনা। শুধু জানি টাকা দরকার। মেয়েটাকে বাঁচানো দরকার।

সুভাষ/ভিখারী ॥ আচ্ছারে পাগল, আচ্ছা। তুই আমার সাথে চল। আমি তোর মেয়েকে ডাক্তার দেখাবার জন্য টাকা দেব। তুই নিয়ে তাড়াতাড়ি ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা কর।

নিতাই ॥ (অবাক হয়ে) ভিখারীদা!

সুভাষ/ভিখারী ॥ হ্যাঁরে হরি, একটা কথা বলবো? রাগ করবি নাতো?

রাখহরি ॥ কি কথা ভিখারীদা!

সুভাষ/ভিখারী ॥ ইয়ে, মানে—তোরা তো জানিস যে আমার তিন কুলে কেউ নেই। একা মানুষ যা রোজগার করতাম তার সবটাই তো আর খরচা হতো না। অল্প অল্প করে বেশ কিছু টাকা আমার জমে গেছে। তোদের ফাণ্ডে তো শুনছি টাকার টানাটানি। তা আমার ওই টাকাটা যদি ফাণ্ডে নিয়ে নিতিস তোরা…

রামহরি এবং সকলে ॥ ভিখারীদা— !!

[বিস্মিত ভঙ্গীতে Freeze]

[আলো উজ্জ্বল সাদা হয়]

চিত্ত ॥ কিন্তু ভিখারীদার টাকা নিয়েও শেষ রক্ষা করা গেল না।

রাখহরি ॥ আসলে আমাদের চিন্তাতেই ছিল গলদ।

রাজেন ॥ সম্বল বলতে আমাদের যেটুকু ছিল তা প্রয়োজনের তুলনায় নেহাৎই কম।

জিতেন ॥ অথচ মালিকের এতবেশী সম্বল ছিল যে সে কিছুতেই আপোষ করতে চাইল না। চুপ করে আমাদের অবস্থা লক্ষ্য করতে লাগলো আর ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য তার আড়কাঠিরা এক এক করে বহু শ্রমিককে গোপনে কারখানার কাজে ভাঙ্গিয়ে নিল।

চিত্ত ॥ মজুরদের একটা বড় অংশ ধর্মঘট বন্ধ করে কাজে যোগ দিল।

রাখহরি ॥ কারণ দিন দিন তাদের অবস্থা অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

চিত্ত ॥ মালিকের শক্তি অর্থাৎ প্রতিপক্ষের শক্তি সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন না করে এগিয়ে গিয়েছিলাম।

সুভাষ ॥ অবৈজ্ঞানিক ভাবপ্রবণতার শিকার হয়ে প'ড়েছিলাম আমরা !

রাখহরি ॥ আর তাই একচল্লিশ দিন দাঁতে দাঁত কামড়ে লড়াই চালাবার পর আর কিছুতেই শ্রমিকদের মনোবলকে অটুট রাখা যাচ্ছেনা দেখে—

চিত্ত ॥ আমরা ধর্মঘট তুলে নেবার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম।

রাখহরি ॥ এই গেটের সামনেই জড়ো হয় বাবুদের খবর দিলাম।

শ্যাম ॥ ছোটবাবু এলেন আমাদের সামনে।

কানাই ॥ চোখে মুখে লড়াই জেতার উল্লাস ।

জিতেন ॥ আর আমরা— ?

[আলো বদলে যায়। নীল রংয়ের আলোয় দেখা যায় রাজেন ছোটবাবুর ভূমিকায় এগিয়ে আসছে]

রাজেন/ছোটবাবু ॥ কি ? সব বিষদাঁত ভেঙ্গেছে ? আমাদের খুব জব্দ করতে চেয়েছিলে, না ?

সুভাষ/ভিখারী ॥ আহা ছোটখোকা ! যা হবার তা হয়ে গেছে এখন মিটিয়ে নাও।

রাজেন ॥ আমি মিটিয়ে নেবার কে ভিখারীদা ? মেটাবার মালিক তো ওই রাখহরি, চিত্ত ওরা।

রাখহরি ॥ হ্যাঁ আমরা আজ থেকে ধর্মঘট তুলে নিলাম।

রাজেন/ছোটবাবু ॥ আবার আমারই খেয়ে গায়ে গতর হ'য়ে আমায় নতুন ক'রে জব্দ করবে বলে ?

চিত্ত ॥ ছোটবাবু—ছোটবড় কথা বলবেন না। ধর্মঘট করেছিলাম, আবার তা তুলে নিলাম। শ্রমিকরা সব আজ থেকে কাজে যোগ দেবে সেটা জানাবার জন্যই আপনাকে খবর দেওয়া হয়েছিল।

রাজেন/ছোটবাবু ॥ আহা ! তাই নাকি ? দয়ার অবতার সব ! দয়া ক'রে কাজে যোগ দিয়ে আমায় ধন্যি করবে, এঁ্যা ! তা তোমরা ঠিক ব্যাপারটাকে

যত সহজ ভাবছো, আমি কিন্তু ঠিক অত সহজ বলে ভাবতে পারছি না। আমায় একটু ভাবতে হবে ব্যাপারটা নিয়ে।

সত্যেন ॥ তার মানে ? আপনি কি আমাদের আর কাজে নেবেন না ?

নিতাই ॥ কি ? নেবেন না ! মানে বরখাস্ত ? ছাঁটাই ?

রাজেন/ছোটবাবু ॥ আহা, আমার কথাটা আমাকেই বলতে দাও না।

সত্যেন ॥ যা বলার আছে তাড়াতাড়ি বলুন।

রাজেন/ছোটবাবু ॥ ওরে বাপরে ! ঘোড়ায় যে একেবারে জিন চড়িয়ে আছো হে, এঁ্যা ! বলি ধর্মঘট করার আগে তো একটু ভাবতে পাবতে।

নিতাই ॥ পুরোনো কাসুন্দী ঘেঁটে কোন লাভ হবে না ছোটবাবু।

রাজেন/ছোটবাবু ॥ তোমাদের হয়তো নেই। কিন্তু আমায় একটু ঘেঁটে দেখতে হবে বৈকি। অন্তত ভবিষ্যতে যাতে আমার ক্ষতি না হয় তার ব্যবস্থা তো আমায় করতেই হবে।

সত্যেন ॥ তার মানে আপনি কি বলতে চাইছেন ?

রাজেন/ছোটবাবু ॥ কিছুই না। তোমাদের কাজে নিতে আমার কোন আপত্তি নেই, তবে রাখহরি আর চিত্তকে নিতে আমার অসুবিধে আছে। ওদের ছেড়ে তোমাদের কাজে যোগ দিতে হবে।

নিতাই ॥ ওরা দুজন কি তাহলে বরখাস্ত হয়ে গেল !

রাজেন/ছোটবাবু ॥ বরখাস্ত ! হাঃ হাঃ হাঃ। ওদের বরখাস্ত করার আমি কে ? ওরা হলো তোমাদের লিডার। লিডার ক'রে রাখো তোমরা। সে চাকরী আশা করি ওদেরও ভাল লাগবে। তাছাড়া ধরো আমারই খেয়ে আমারই দাঁতের গোড়া ভাঙতে চাইবে—তা আমি কি ক'রে—

চিত্ত ॥ বাজে বকবেন না। আমরা খাই আমাদের শ্রম বিক্রী ক'রে। আপনার দয়ার ভিখারী নই আমরা।

রাজেন/ছোটবাবু ॥ ঠিক, ঠিক। সেই কথাইতো আমিও বলছি। তা তোমাদের দুজনের শ্রম না কি ওই মূল্যবান জিনিষটা অন্য কোথাও বিক্রী ক'রে খাও

দাও ফুর্তি করো। আমিতো অতো মূল্যবান শ্রমের ন্যায্য দাম কোনদিনই দিতে পারবোনা। অতএব…

রাখহরি ॥ এই আপনার শেষ কথা?

রাজেন/ছোটবাবু ॥ হ্যাঁ, ও ব্যাপারে ওইটেই আমার শেষ কথা। আর—

চিত্ত ॥ আর?

রাজেন/ছোটবাবু ॥ আর, এই যে ক'দিন তোমরা ধর্মঘট করেছিলে, অর্থাৎ তোমাদের ওই মূল্যবান শ্রম বিক্রী করোনি সে ক'দিনের শ্রমের দামও নিশ্চয় তোমরা আশা করতে পারো না।

রাখহরি ॥ অর্থাৎ—ধর্মঘটের দিনগুলোর মজুরীও আপনি দেবেন না?

রাজেন/ছোটবাবু ॥ এই গ্যাখো শ্রম বিক্রী করলে না, অথচ দাম নেবে, এটা কি ন্যায্য কথা হলো? যাক্—এই দুটো কথা যদি মানতে রাজী থাকো তাহলে আমায় জানিও। আমি কারখানাতেই আছি।

সুভাষ/ভিখারী ॥ ছোট খোকা—এ তুমি কি করছো? এই লোকগুলোর ক'দিনের মাইনে দিতে আর ওদের দুজনকে চাকরীতে নিতে তোমার আপত্তি কেন? তোমাদের তো অনেক আছে। এই গরীবদের ঠকিয়ে তোমার কি লাভ হবে?

রাজেন/ছোটবাবু ॥ ঠকিয়ে! তোমার তো দেখছি অনেক গুণ বেড়েছে! ওদের জন্য বড্ড দরদ দেখছি যে, এ্যাঁ! আমার আছে ব'লে কি দানছত্র খুলতে হবে নাকি? যতো সব—

[পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়]

সুভাষ/ভিখারী ॥ আমার কথা আজ ভালো লাগলোনা, তাই না? বড়লোক হয়েছ! তবু যদি কি ক'রে এত টাকা করেছ তা না বুঝতে পারতাম। ছিঃ ছিঃ এত ছোট মন তোমার? মনে রেখো, ভগবান আছেন মাথার ওপর। তিনি দেনও যেমনি আবার ফিরিয়ে নেনও তেমনি ক'রে। তোমাদের আর বেশীদিন নেই।

চিত্ত ॥ ঠিক বলেছো ভিখারীদা, ওদের আর বেশীদিন নেই। কিন্তু ভগবানের ওপর ভরসা ক'রে ব'সে থাকলে চলবে না। দিন আমাদেরই বদলাতে হবে।

রাখহরি ॥ যাক্ সবই তো তোমরা শুনলে। এখন ঠিক করো ধর্মঘট তুলে নেবে কি না।

নিতাই ॥ বৌটা ভয়ংকর অসুখে ভুগছে। কেমন যেন সাদা হ'য়ে গেছে। বোধ হয় রক্ত নেই।

রাজেন ॥ দেশ থেকে খবর পেয়েছি, ফসল এবার হয়নি। মা, বোন, ভাই বড্ড কষ্টে আছে।

কানাই ॥ ঘটি বাটি যা ছিল সব বেচে চালিয়েছি। আর কিছুই নেই যা বেচে চালাই।

রাখহরি ॥ চিত্ত—ধর্মঘট তুলে নাও।

সুভাষ/ভিখারী ॥ সেকি! ধর্মঘট তুলে নিবি? তার মানে তোদের দুজনের চাকরী আর থাকবে না! না—ধর্মঘট তোলা হবে না। এক সাথে ধর্মঘট করেছি। কাজে ঢুকলে একসাথেই ঢুকবো। নয়তো কেউ নয়।

রাখহরি ॥ অবুঝ হোয়োনা ভিখারীদা। এখন কোন জেদ ধ'রে কিছু লাভ নেই।

নিতাই ॥ আমরা যখন হেরে গেছি।

রাজেন ॥ এখনও ধর্মঘট তুলে না নিলে সবাইকে একসাথে না খেয়ে মরতে হবে।

সুভাষ/ভিখারী ॥ একথা তখন মনে ছিল না? তখন তো আমার উপর খুব হাঁক ডাক করেছিলি। আর আজ ওই হরি আর চিত্তকে ফেলে কারখানায় ঢুকতে চাইছিস? তোরা মুখ দেখাস কি ক'রে? তোদেরই শুধু বৌ, ছেলে-পুলে, মা, বোন, দুঃখ কষ্ট আছে আর ওরা দুজনে গাংয়ের জলে ভেসে এসেছে, তাই না?

নিতাই ॥ না—তা ঠিক নয়। তবু—ঠিক যে কি করা উচিত—মানে…

রাজেন ॥ ওদের কথা কি আমরা বুঝিনা—তবু….

সুভাষ/ভিখারী ॥ বুঝেছি রে বুঝেছি। আজ নিজের নিজেরটাই বড় হ'য়ে উঠলো তোদের কাছে। এই মনের জোর নিয়ে তোরা বাবুদের সাথে লড়াইয়ে নামতে গিয়েছিলি? ঠিক আছে, তোদের যা মন চায় তাই কর। আমি কিছুতেই এটা মেনে নেবো না।

নিতাই-কানাই-রাজেন-শ্যাম ॥ কি করবে তুমি?

সুভাষ/ভিখারী ॥ কি আবার করবো। আমি ওদের সাথে না নিয়ে কাজে ঢুকবো না।

রাখহরি ॥ ভিখারীদা, ভুল কোরো না।

সুভাষ/ভিখারী ॥ ভুল! আমি যা বলি তাই ভুল, না? তখন বললাম, ধর্মঘট করিস না। তোরা বললি "ভুল"। আমিও ভেবে দেখলাম যে তোরা ঠিক কথাই বলেছিস। তাই তোদের সাথে ধর্মঘটে যোগ দিলাম। কিন্তু আজ তোদের দুজনকে বাদ দিয়ে আবার কোন্ লজ্জায় কাজ যোগ দেবো, বলতে পারিস? না এবার আর আমি তোদের কথা মেনে নিতে পারবোনা। ভুল হয় সেও ভি আচ্ছা, তবু ঢুকলে সবাই ঢুকবো নয়তো এখানে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকবো। দেখি তোরা আর তোদের ওই বাবুরা আমায় কি করে নড়াতে পারিস। কারও একটা বিচার নেই!

চিত্ত ॥ না না ভিখারীদা—ওদের দোষ দিও না। আমাদের ওরা বিশ্বাস করতো তাই ধর্মঘটে নেমেছিল। আসলে আমাদেরই হিসাবে ছিল ভুল। তার খেসারৎ দিতেও হবে বৈকি।

রাখহরি ॥ আজ আমাদের দুজনের জন্য ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার অর্থ হলো অবধারিত মৃত্যু। তাতে বাবুদের লাভ বই ক্ষতি হবে না। তাই আগামী দিনের লড়াইয়ের জন্ত আমাদের ২।১ কদম পিছু হাঁটতে হবে।

চিত্ত ॥ এবারের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা আমাদের ভবিষ্যৎ সংগ্রামকে দৃঢ় করতে সাহায্য করবে।

রাখহরি/চিত্ত ॥ অতএব আমরা ধর্মঘট তুলে নেওয়ার পক্ষে।

রাজেন-কানাই-শ্যাম নিতাই ॥ আমরাও!

সুভ ষ/ভিখারী ॥ ওরে না না—ধর্মঘট তুলিস না। এত বড অন্যায় তোরা করিস না।

রাখহরি ॥ ভিখারীদা—।

সুভাষ/ভিখারী ॥ হরি, তুই আর যা বলিস আমি মেনে নেব, কিন্তু একথাটা আমি মানতে পারবোনা। তোরা দুজনে শুকনো মুখে ঘুরে বেড়াবি, তোদের ছেলেপুলেগুলো কষ্টে শুকোবে আর আমরা—না না, আমি তা পারবো না।

চিত্ত ॥ আশ্চর্য! তুমি আমাদের দুজনকে এত ভালবাসো?

সুভাষ/ভিখারী ॥ শুধু দুজনকে কেন রে—তোরা সবাই যে আমার ভাইয়ের মত! আমার ভাইটা বেঁচে থাকলে আজ তোদের মতই যে বড় হত রে।

রাখহরি ॥ তোমার ভাই! কই তার কথাতো কখনো বলোনি?

সুভাষ/ভিখারী ॥ না বলিনি। মিছিমিছি আমার দুঃখের কথা শুনিয়ে তোদের দুঃখ বাড়িয়ে কি লাভ হতো বল। তাইতো আমি টিফিন টাইমে মজার মজার গল্প শোনাতাম আমার এই সব ভাইদের যারা জলে ডুবে মারা যায়নি—

চিত্ত ॥ তোমার ভাই জলে ডুবে—!

সুভাষ/ভিখারী ॥ হ্যাঁ। সে কি কষ্ট! আমি পাড়ে দাঁড়িয়ে নিজের চোখে দেখেছি। বাঁচার জন্য সেকি চেষ্টা! ওঃ! আমি অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে দেখেছি। সাঁতার জানতাম না। তাই ভয়ে ওকে বাঁচাবার চেষ্টাও করতে পারলাম না।

রাজেন ॥ কিন্তু বড়বাবু যখন ডুবে মারা যাচ্ছিল তখন নাকি তুমি—?

সুভাষ/ভিখারী ॥ হ্যাঁ আমি—আমিই বাঁচিয়েছিলাম। কারণ ভাই মারা যাবার পর আমি জেদ করে সাঁতার শিখেছিলাম। তারও অনেক পরে বড়বাবুকে

বাঁচিয়ে তুলেছিলাম। সেই বাবু আজ আমার এ দুটো ভাইকে দুঃখ কষ্টর মধ্যে ডুবিয়ে মারবে তা আর আমি চোখে দেখতে পারবোনা। কিছুতেই না।

রাখহরি ॥ এ ডোবা যে সে ডোবা নয় ভিখারীদা। তুমি একা লড়াই চালিয়ে গেলেও যে আমরা পাড়ে উঠতে পারবো না। বাঁচতে গেলে সাঁতারের মত অন্য কৌশলও আমাদের শিখতে হবে। আমাদের দুজনেব জন্য যদি আজ এই সব ভাইদের ডুবে মরে যেতে হয় সেটা কি ঠিক হবে?

সুভাষ/ভিখারী ॥ চুপ কর হবি, চুপ কব। ওরা কাজে যেতে চায়, যাক না। কে মানা করেছে। আমি পারবো না। আজ আর ভয় পাইনা আমি। বযেস আমার অনেক হয়েছে। চিরকাল মাথা উঁচু করে চলেছি আজও তাই চলবো। মরেও যদি যেতে হয় তো তাই মেনে নেব তবু ওই বাবুকে, যাকে আমি প্রাণে বাঁচিয়েছিলাম তাকে আমি শিখিয়ে দিয়ে যাব যে আমরা গরীব হতে পারি কিন্তু তাদের চেয়ে ছোট মন নয় আমাদের। মান ইজ্জৎ আমাদেরও আছে।

চিত্ত ॥ ভিখারীদা—

সুভাষ/ভিখারী ॥ না কারো কোন কথাই আমি শুনবো না। যার যার মান তার তার কাছে। তোরা যা, চলে যা। আমি এইখানে- এই গেটের সামনে না খেয়ে পড়ে থাকবো ততদিন যতদিন না আমার দাবী ওরা মেনে নেয়—।

[আলো উজ্জ্বল সাদা হয়]

কানাই ॥ সত্যিই কারো কোন কথা শুনলো না ভিখারীদা।

জিতেন ॥ কারও কোন অনুরোধ রাখলো না।

রাজেন ॥ এখানে হত্যে দিয়ে পড়ে রইল।

নিতাই ॥ ভিখারীদা যাকে বলতো হত্যে, আমরা তাকেই বলি অনশন সত্যাগ্রহ।

সত্যেন ॥ ভিখারীদার মনে আশা ছিল যে তার অনশনের খবর পেয়ে মালিকরা হয়তো তার দাবী মেটাতে এগিয়ে আসবে।

শ্যাম ॥ কিন্তু মলিকদের চিনতে ভুল করেছিল ভিখারীদা।

সুভাষ ॥ কথাটা ঠিক হোলো না শ্যাম। আজ এটা পরিষ্কারভাবে স্বীকার করা দরকার যে আমরাও মালিকদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত ছিলাম না। আমরাও কেমন যেন একটা আশা বেখেছিলাম যে বডবাবু অন্তত ভিখাবীদার প্রাণ বাঁচাতে এগিয়ে এসে ভিখারীদার দাবী মেনে নেবে।

চিত্ত ॥ ঠিক কথা। আমরা এইখানে এসে দুর্বলতা দেখলাম।

রাখহরি ॥ আমাদের আরও সাবধানী হওযা উচিত ছিল।

সুভাষ ॥ নেতৃত্ব এই দুর্বলতার জন্যেই ভিখারীদাকে বাঁচাতে অক্ষম হোলো।

রাখহরি ॥ সত্যিই আমরা ব্যর্থতা মেনে নিলাম।

চিত্ত ॥ ভুল করা বা ব্যর্থ হওয়া অস্বাভাবিক নয় সুভাষ।

সুভাষ ॥ স্বীকার করছি সে কথা। একমাত্র সংগ্রামই পাবে বিভিন্ন ভুল, দুর্বলতা, বিচ্যুতিকে শুধরে নিতে।

রাখহরি ॥ অতীতেব ভুলগুলো থেকে দূরে থেকে অতীতের সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যৎ সংগ্রামকে আরও দৃঢ় করে গডতে হবে।

শ্যাম ॥ আমরা ভুল শোধরাবার সুযোগ পেলেও ভিখারীদা আব তা পাবে না।

সত্যেন ॥ কারণ ভিখারীদা আজ আর আমাদের মধ্যে নেই।

জিতেন ॥ আজ সকালে ভিখারীদা মারা গেছে।

চিত্ত ॥ আবার ভুল করছো জিতেন। ভিখারীদা মারা যায়নি ওরা ভিখারীদাকে হত্যা করেছে।

রাখহরি ॥ হ্যাঁ হত্যা করেছে। শুধু ভিখারীদাকে নয়, দুনিয়ার সব মেহনতী মানুষকে ওরা এইভাবে হত্যা করে।

রাজেন ॥ যে হত্যার কোন বিচার হয় না।

চিত্ত ॥ কারণ বিচার করার মতো আইন নেই।

রাখহরি ॥ কারণ আইন তৈরী করেছে ওই সব হত্যাকারী নিজেরা।

চিত্ত ॥ তাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য।

শ্যাম ॥ কিন্তু আমরাও তো তা মেনে চলি।

সুভাষ ॥ কারণ ওরা আমাদের মানতে বাধ্য করে।

চিত্ত ॥ বলপ্রয়োগ করে আমাদের দিয়ে ওরা মানিয়ে নেয়।

রাখহরি ॥ বলপ্রয়োগের হাতিয়ার আমাদের মতই মেহনতী মানুষ।

কানাই ॥ এইভাবে চলবে আর কতদিন ?

নিতাই ॥ আর কতদিন আমরা বিনা প্রতিবাদে ওই সব হত্যাকারীর দেওয়া মৃত্যু বরণ করে নেব।

শ্যাম ॥ আর কতদিন আমাদের হত্যাকারীরা আমাদের ওপর তাদের নির্বিচার হত্যাভিযান চালিয়ে যাবে।

রাখহরি ॥ যতক্ষণ না আমরা আত্মরক্ষা করতে পারবো।

চিত্ত ॥ যতদিন না আমরা আত্মরক্ষার পদ্ধতি আয়ত্ত করতে পারবো।

সুভাষ ॥ যতদিন না আমরা অন্ততঃ এই কথাটা বুঝতে পারবো যে ওইসব হত্যাকারী এবং আমরা পাশাপাশি একযোগে বেঁচে থাকতে পারি না।

নিতাই—শ্যাম—সত্যেন ॥ আমরা স্বীকার করছি যে আমরা আমাদের শত্রুকে ভাল করে চিনতে পারিনি।

রাজেন—কানাই—জিতেন ॥ আমরা ঘোষণা করছি। আজ আমরা আমাদের শত্রু এবং তার শক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন।

চিত্ত—রাখহরি—সুভাষ ॥ ভিখারীদাই শত্রু আর বন্ধুর মধ্যেকার সীমারেখাটা সুস্পষ্ট ভাবে টেনে দিয়ে গেছে।

নিতাই—শ্যাম—সত্যেন ॥ আমরা স্বীকার করছি আমাদের হত্যাকারী এবং তাদের হত্যার পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা অচেতন ছিলাম।

রাজেন—কানাই—জিতেন ॥ আমরা ঘোষণা করছি, আজ আমরা ওই ভদ্রবেশী হত্যাকারী এবং তাদের হত্যার পদ্ধতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন !

চিত্ত—রাখহরি—সুভাষ ॥ ভিখারীদার মৃত্যুই হত্যাকারীদের সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে দিয়েছে।

সকলের কোরাস ॥ তাই আজ আমরা ভিখারীদার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একযোগে প্রতিজ্ঞা নিচ্ছি, ভিখারীদা—/বহু ভুল সত্ত্বেও/তোমার এই মৃত্যু/কিছুতেই ব্যর্থ হয়নি/। তোমার এই মৃত্যু/আমাদের সকলের চেতনায় সুদৃঢ় আঘাত করে/আমাদের ঘৃণিত শত্রুকে/অবচেতনতার আড়াল থেকে/প্রকাশ্যে টেনে এনে/আমাদের সকলেরসামনে/দাঁড় করিয়ে দিয়েছে/। শত্রু এবং আমরা/ আজ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে/। ভিখারীদা/তোমার এই মৃত্যু/আমাদের আরও শিখিয়েছে/আমাদের বাঁচার প্রশ্ন/সর্বদাই নির্ভর করছে/ওই ঘৃণিত শত্রুদের/ সম্পূর্ণভাবে/নিশ্চিহ্ন করার ওপর। /তাই আজ ভিখারীদা/তোমার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে/আমরা শপথ করছি/তোমায়, এবং তোমার/মৃত্যুর ঘটনায়/যে শিক্ষা আমরা পেলাম/তা আমরা ভুলবো না/।

[সকলে খাটিয়াকে কেন্দ্র করে চারপাশে ঘোরে]

তোমায় আমরা/কথা দিচ্ছি ভিখারীদা/তোমার হত্যাকারী/আমাদের হত্যাকারী/সারা দুনিয়ার মেহনতী মানুষের হত্যাকারী/ওই ঘৃণিত ঘাতকদের/ আমরা ক্ষমা করবো না/। এই পৃথিবীর বুক থেকে/ওদের আমরা/নিশ্চিহ্ন/ করবোই করবো।

[সবাই মুষ্টবদ্ধ হাত উঁচিয়ে স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে থাকে। কয়েক সেকেণ্ড পর রাখহরি মঞ্চের সামনে এগিয়ে এসে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলে—]

রাখহরি ॥ ভিখারীদার ঘটনা এখানেই শেষ।

[হঠাৎ পেছনে সবাই মার্চ শুরু করে]

একি! সত্যিই কি শেষ? তাহলে ওদের চলা থামেনি কেন? ওরা যে এগিয়ে চলেছে। না—আমি আর পেছিয়ে পড়ে থাকতে চাই না। আমিও ওদের সাথে যোগ দিতে চললাম। আপনারা ভেবে দেখুন আমাদের সাথে কদম মেলাবেন কিনা।

[রাখহরিও গিয়ে মার্চিংয়ে যোগ দেয়। আলো রক্তিমাভা ধারণ করে। Back ground-এ International-এর সুর বেজে ওঠে]

ধীরে ধীরে যবনিকা পড়ে

রক্তিম দিগন্ত

চরিত্র পরিচয়

১।	মাধব	...	বয়ঃবৃদ্ধ ভূমিহীন চাষী
২।	অনাথ	....	যুবক „ „
৩।	ছিরু		ঐ
৪।	পরাণ	...	ঐ
৫।	ক্ষেতু	...	তরুণ বয়স্ক „
৬।	গফুর	...	„ „ „ „ (মুসলমান)
৭।	ইয়াসিন	...	গফুরের বাবা
৮।	ভট্চায্	...	মধ্যবয়সী ব্রাহ্মণ
৯।	ছিদেম	...	মাধবের ছেলে (যুবক)
১০।	দেবু	...	মধ্যবয়সী সহুরে কৃষক নেতা
১১।	সোঁদর	...	ছিদেমের ছেলে (১০।১১ বছর বয়স)

প্রথম অভিনয়কারী সংস্থা ঃ মিত্রম (লিলুয়া)

প্রথম অভিনয় স্থান ঃ "সেণ্টাল ক্লাব" আয়োজিত প্রতিযোগিতা,
লিলুয়া সিনিয়র ইনষ্টিটিউট্।

পরিচালনায় ঃ সলিল মজুমদার

সংগীত ঃ বিশ্বনাথ সুর

আলো ঃ সুস্মিত মজুমদার

চরিত্র	অভিনয়ে

১। মাধব—সলিল মজুমদার। প্রদ্যোৎ চক্রবর্তী।

২। অনাথ—তরুণ মুখার্জী।

৩। ছিরু—সুকুমার বিশ্বাস।

৪। পরান—জয় ব্যানার্জী। স্বপন হালদার।

৫। ক্ষেতু—দীপেন পাকড়াশী। জ্যোতির্ময় ঘোষাল। কৃষ্ণেন্দু সান্যাল

৬। গফুর—রবি গোস্বামী। গোপাল রানা।

৭। ইয়াসিন—প্রদ্যোৎ চক্রবর্তী। তপন ঘোষাল। দিলীপ রায়।

৮। ভট্‌চায্‌—সুভাষ সান্যাল।

৯। ছিদেম—দিলীপ রায়। রাখাল দাস।

১০। দেবু—তন্ময় চ্যাটার্জী।

১১। সৌদর—মাঃ সুস্মিত। মাঃ সুস্নাত।

[বাংলার যে কোন একটা গাঁয়ের একটা ভূমিহীন চাষী মাধবের জীর্ণ কুঁড়ের দাওয়া। নীচে উঠানে দাঁড়িয়ে আছে পরান, ছিরু, ক্ষেতু, অনাথ প্রভৃতি অন্যান্য ভূমিহীন চাষী! এরা অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় নিজেদের মধ্যে সরবে আলোচনা করছে। দাওয়ার ওপর পা ঝুলিয়ে বসে আপন মনে একটা ধনুক তৈরী করছে মাধবের ১০।১২ বছর বয়সের নাতি সুন্দর। ক্ষেতু আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে তাকে সাহায্য করছে। উঠোন থেকে দাওয়ার দিকে যেতে যেতে হঠাৎ যেন উত্তেজনায় থমকে পেছন ফিরে এদের দিকে তাকিয়ে মাধব চীৎকার করে ওঠে—]

মাধব ॥ থাম্ তুরা—চুপ লেগি থাক্। তুদের বয়সি আমিও উসব স্বপন ছাখতাম আর সেইজন্যি তার ফল ও পেয়িছি। এই ছাখ্—এই ছাখ্—

[পেছন ফিরে গা থেকে গামছা সরিয়ে দেখায়। পিঠে একটা বিরাট ক্ষত চিহ্ন দেখা যায়।]

অনাথ ॥ তাই বলি এতবড় অন্যায়টা মাথা নীচু করি মেনি নিতি হবে?

মাধব ॥ হ্যাঁ, হবে। বিধির বিধেন কেউ খণ্ডাতি পারে? যা চেরকাল হয়ি আসতিছে, তারে—

ছিরু ॥ তুমার খালি ওই এক কথা। চেরকাল হয়ি আসতিছে আর চেরকাল হয়ি আসতিছে। বলি সি কথা ভেবি তুমিও তো চুপ করি বসি ছিলা না! লড়াইয়ে নেমিছিলা!

[অন্ধকার হয়ে আসছে খুব ধীরে]

মাধব ॥ হ, নেমিছিলাম। আর নেমিছিলাম বুলেই তো বুঝলাম যে লড়াই করিই বিধান বদলান যায় না। শুধু শুধু নিজের ক্ষেতিটুকুনই করা যায়।

পরান ॥ তুমাদের লড়াইয়ে কুথাও ভুল ছিলো গো জ্যাঠা। তাই তুমরা হটি আসছো, আর ওইসব কথাগুলান মনির মধ্যি সেঁটি গেছে।

অনাথ ॥ ঠিক কথাই বুলেছো পরান। জ্যাঠাদের লড়াইয়ে নিচ্চই কুথাও ভুল ছিল। না হলি আমরা এতগুলান মুনিষ ওই দত্ত চামার ভারে খতম করতি পারি না ?

ছিরু ॥ পারি না ওই শুকুনভার হাত থেকি জমিগুলান ছিনায়ে নিতি ?

মাধব ॥ না পারি না। আমরাও তো সি সময় অনেক মুনিষ ছিলাম। তুদের মতন জোয়ান বয়িসির অক্তের তেজও ছিল। তবু পারি নাই। ওই বড় দত্তর বাপ তার লোকজন আর পুলিশ দিয়ে আমাদের হঠায়ে দিল। আমার বাপ পুলিশের গুলি খেয়ি মাঠের মধ্যে সেই যে ঘুরি পড়ি গেল আর উঠল না। আমার নিজের পিঠিতে সড়কি সিঁধুলো। ছ'মাস পড়ি রলাম সদরের হাসপাতালে। সেইখান থেকি, সেই হাসপাতালের খাটিয়ায় শুয়ি শুয়ি জানতি পারলাম বাপের মরা শরীরটা মাঠের মধ্যি পড়িছেল চোপর রাত। কেউ আর এগোতি সাহস করেনি মাঠপানে। পরদিন পায়ে দড়ি বেঁধি কুকুরগুলানকে যেমন করি ভাগাড়ে টেনি নে যায়, ঠিক সিরকম করি বাবার দেহডারে টেনি নে গেছল উরা গাঁয়ের মধ্যি দিয়ে। অতগুলান মুনিষের চোখের সামনে দিয়ে। কুন মুনিষটা সিদিন পিতিবাদ করতি পারে নাই। শুধু চোখির জল ফেলিছিল।

ছিরু ॥ [সহানুভূতির সাথে] সে বেত্তান্ত তো আমরাও জানি। কিন্তু সিবার হার হয়িছিল বলি চেরকালের জন্যি লড়াই বন্ধ করি দিতি হবে ই কথাডা মানতি পারলাম না।

অনাথ ॥ হক্ পাওনার লড়াই। সালার যে জমি চষতিছি আজ পাঁচ পুরুষ ধরি আজ কিনা হঠাৎ বলি ভায়, সেই জমি চষতি দিবে না!

মাধব ॥ তার জমি সে যদি না দেয় তো কি করতে পারিস তুরা ?

ছিরু ॥ তার জমি ? তার ওই জমির উপর নির্ভর এই মুনিষগুলানের কথা কিছু ভাবছো না জ্যাঠা ?

পরান ॥ তুমি নিজি কি করবা সিটা ভেবিছ ?

মাধব ॥ দত্তববুর হাতি পায়ি ধরি জমিতে চাষ করব।

ছিরু ॥ না—উকাজ তুমি করতি পারবা না।

মাধব ॥ ক্যান। পারবোনা ক্যান?

অনাথ ॥ আমরাই তুমাকে তা করতি দিতি পারি না। তুমার পিঠিতি এখুনও বিশবছর আগেকার লড়াইয়ের দাগ। আজ যদি বয়সির জন্তি মাথাটা তুমার নীচু হতিও চায় আমরা তা হতি দিতি পারিনা। ছিদেম কনে?

মাধব ॥ সদরে—

অনাথ ॥ সদরে! আমাদের সাথি কুন কথা না বলি সদরে চলি গেল! ছিরু ভাই—একবার পাশের গাঁয়ের ইয়াসিন চাচারে খবর দে নে আয়।

ছিরু ॥ যেতিছি [বেরিয়ে যায়]

মাধব ॥ তারেও জোটাতি চাস?

অনাথ ॥ জোটাতি চাই! কি বুলতিছ তুমি জ্যাঠা? তুমারা পুরান লোক। তুমাদের বুদ্ধি না নিয়ে কি এগুব নাকি?

পরান ॥ লড়াইয়ে নামতি গেলি তৈরী হয়ি স্থান নামতি হবি। তুমরা এককালে লড়াই করিছ। লড়াই তুমরা বোঝ। তাই তুমরা সাথে থাকলি তবে তো নির্ভয়ে এগোতি পারি।

কেতু ॥ তবে পিছা থেকি টান দিও না য্যান জ্যাঠা।

মাধব ॥ থাম। পিছা থেকি টান! লড়াই কারে কয় জানিস?

[ব্রাহ্মণ ভট্টাচার্য ঢোকেন। জোতদার দত্তর বাড়ীতে পুজো করেন। দত্তর সঙ্গে তাঁর স্বার্থ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।]

ভট্টাচার্য ॥ কিসের লড়াই আবার স্বরু করলি মাধব?

পরান ॥ এসি গেছ ঠাকুর! মড়ার গন্ধের পিছে পিছে ছোটো লাগে।

অনাথ ॥ দত্তবাবু স্থলুক সন্ধানে পাঠায়েছে বুঝি?

ভট্টচার্য ॥ এই ছাখ্ দিকি। তোরা আমায় ভুল বুঝিস্ কেন? রাধামাধব-রাধামাধব। আমি আমার পুজো আচ্চা নিয়ে থাকি।

ক্ষেতু ॥ একেকরে জাত হারামজাদা—

মাধব ॥ চুপ যা ক্ষেতু। ছোট মুখি বড় কথা?

অনাথ ॥ এই ভর্ অমাবস্যির সাঁঝে কিসির পুজোয় বেরোলে গো ঠাকুর?

পরান ॥ ভূতের পুজোয় নাকি?

ক্ষেতু ॥ ভূত নয়গো বেহ্মদত্তির। তা নিজি গত হয়ি বেহ্মদত্তির কাছাকাছি থাকার বেবস্থাটা করি নাও না।

ভট্টাচার্য ॥ আঃ! সব কথাতেই তোদের ঠাট্টা। আজ কাল কার ছোঁড়াগুলোর কথাবার্তায় যদি এতটুকু রসকস থাকে। আমাদের কালে—

ক্ষেতু ॥ তোমাদের কালে শরীলে রস ছেল ঠাকুর, তাই কথাতেও রস ছেল।

পরান ॥ আমরা যে শুকায়ে ছিবড়ে হয়ে গেছি গো ঠাকুর।

অনাথ ॥ তুমার ওই দত্ত বাবু আমাদের রস সব শুষি নিছে।

ক্ষেতু ॥ অবশ্য এটোঁকাটা কিছু তোমাদেরও ছুঁড়ে দেছে।

ভট্টাচার্য ॥ [জিভকেটে] রাধামাধব-রাধামাধব! এরা বলে কি হে মাধব, এ্যাঁ! দত্তর এটোঁকাটা খেয়ে আমার রস হয়েছে। ছোট মুখে বড় কথা? বামুন-কায়েত, ধর্ম-অধর্ম কিছুই মানতে চায় না নাকি?

পরান ॥ যাও যাও ঠাকুর, তোমার ধর্ম্ম মাথায় করি দত্তবাবুর কাছারিতে যেয়ি আমাদের এই জড়ো হওয়ার খবরটা দিয়ি ধম্ম রক্ষে করগে যাও। আমাদের এখন মাথার ঠিক নাই।

অনাথ ॥ তুমার মতন মানী লোকের মান রেখি কথা বুলতি পারবো না।

ক্ষেতু ॥ বলা যায় না, মেজাজ খারাপ হয়ি গেলি তুমাকেই বেহ্মদত্তি বানায়ে ফেলতি পারি।

ভট্টাচার্য ॥ ওরে বাপরে! একেবারে জোট বেঁধে কথা বলছিস যে! এর কথা ও কেড়ে নেয়—ওর কথা এ লুফে নেয়।

অনাথ ॥ হ্যাঁ। জোট বেঁধিছি। অনেক দিন আগেই জোট হওয়া উচিত

ছিল, কিন্তুক পারি নাই। আজ পেয়োজনের তাগিদে জোট বেঁধিছি। যেমন তুমি, দত্ত আর যত শুকুনগুলা আরেকটা জোট বেঁধি আছ!

পরান ॥ তুমাদের জোট আমাদের পিথক পিথক রেখি রক্ত শুষি খাওয়ার জন্যি।

ক্ষেতু ॥ সেই রক্তের শোধ তুলার জন্যি আমরাও জোট বেঁধিছি।

ভট্টাচার্য ॥ [বেশ ঘাবড়ে গিয়ে] বেশ তো-বেশ তো। বেশ করেছিস। জোট বেঁধে থাকা একদিক থেকে ভাল, খুবই ভাল। রাধামাধব—রাধামাধব, তা তোরা কি করবি ঠিক করলি—মানে····

অনাথ ॥ থাক্, আর ব্যাখ্যানের পেয়োজন নাই। বুঝতি পারিছি। আমরা কি করি, কি করতিছি, কি করতি চাই ইসব বেত্তান্ত জানতে পাঠাইছে ওই দত্ত চামারডা, তাই না?

ক্ষেতু ॥ শালা পরগাছা আইছে আমাদের খবর নিতি।

ভট্টাচার্য ॥ আরে ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ভুল বুঝছিস কেন? প্রতিবেশীর খোঁজ খবর নেব না?

অনাথ ॥ পিতিবেশী।

পরান ॥ ঠাকুরের হঠাৎ মনি পড়িছে যে আমরা উনার পিতিবেশী। কি দয়ার শরীল—আহা রে!

ক্ষেতু ॥ জড়ায়ে ধরি একডা চুমু খেতি ইচ্ছে হতিছে হারামজাদাডারে।

[ছিরু ঢোকে। হাঁপাতে হাঁপাতে কিছু একটা বলতে গিয়ে ভট্টাচার্যকে দেখতে পেয়ে থমকে যায়।]

ছিরু ॥ আরে! ঠাকুর আইছ দেখি। ব্যাপারখান কি?

পরান ॥ পিতিবেশীর খোঁজ খবরে বেরোইছেন আঁধার রেতে শেয়ালের পারা।

ভটাচার্য ॥ ছাখ দিকি ছিরু তোদের খোঁজ খবর করাটা কি অন্যায়?

ছিরু ॥ সি আবার কি কথা। লিচ্চই লয়।

ভট্টাচার্য ॥ এই তো—বেশ বুদ্ধিমানের মতো কথা। এগুলো তখন থেকে আমায় দেখে গোঁয়ারের মত গোঁ গোঁ করে যাচ্ছে।

ছিরু ॥ [এদের চোখ টিপে] এই তুরা ঠাকুরের উপর চটাচটি করতিছিস, উনি তো লোক খুব ভাল।

পরান ॥ [বিরক্তি সহকারে] কি বলছিস ছিরু ?

ছিরু ॥ হেই ত্যাখ্। ভালো লয় ? কত কষ্ট করি মাঝরেতে আমাদের তত্ত্ব তলাসে বেইরইছেন। ঘুমুতি পারছেন না আমাদের বেত্তান্ত না জেনি, কি কও ঠাকুর ?

ভট্টাচার্য ॥ এই—এই—এই বলতো তুই।

ছিরু ॥ লিচ্চই বুলবো ঠাকুর। সাচা কথা বুলবো না ?

পরান ॥ মস্করার সময় নাই গো ছিরু ভাই।

ছিরু ॥ মস্করা লয় রে পরান, মস্করা লয়। আমাদের সব খবর জেনি, সুমুন্দি ওই দত্ত চামারডার কাছে পৌঁছি দিলি পর তবে তো লিশ্চিন্তে ঘুমুতি যেতি পারে —কি কও ঠাকুর ?

ভট্টাচার্য ॥ কি—তুইও শেষে ওই সব বলে আমায় অপমান করছিস! বেশ মনে রাখিস সব, ত্রিসন্ধে না করে জল খাইনে আমি, আর সবাই মিলে আমায় এত হেনস্তা ? এর ফল তোদের রাধামাধব দেবেন।

ছিরু ॥ ওই ত্যাখো, আবার রাধামাধব কেন ? তুমার ওই রাধামাধবের কথা শুনলি আমার বুদ্ধি সব লোপ পেয়ি যায়।

পরান ॥ সব্বনাশ! পালাও গো ঠাকুর। ওর বুদ্ধি লোপ পেলি তুমার প্যাটের মধ্যি সড়কি চালায়ে দিতি পারে।

ভট্টাচার্য ॥ এ্যাঁ! সেকি! রাধামাধব—রাধামাধব—

[ভয় পেয়ে বেরোতে যায়]

ছিরু ॥ এত রাত্তিরে উদিক পানে কুথা চললে ?

অনাথ ॥ তুমার বাড়ী তো উদ্দিকে লয়।

পরান ॥ সুমুন্দির কাছে যেতিছ পা চাটতি ?

[ভট্টাচার্য ভীষণ ভয় পেয়ে মরিয়া হয়]

ভট্টাচায ॥ যাচ্ছিইতো। তোদের তাতে কি ? আমি কোথায় যাবো, কি করবো তার হিসেব কি তোদের কাছে জমা রাখতে হবে, নাকি ?

অনাথ ॥ তোমার ওই এঁটো কাঁটার হিসেব আমরা জমা রাখিনা গো।

ক্ষেতু ॥ ওই দত্তশালার সাথে সাথে তুমাদের মতন শুকুনগুলার হিসেব কড়ায় গণ্ডায় মিটায়ে দেবো, সিডা মনি রেখো।

ভট্টাচার্য ॥ আচ্ছা আচ্ছা, দেখা যাবে কে কার হিসেব মেটায়। বলে না অতি বাড় বেড়োনা—

অনাথ ॥ ঠাকুর— [চীৎকার করে ধমকের স্বরে]

ছিরু ॥ বেরোয়ি যাও—বেরোয়ি যাও—

ক্ষেতু ॥ [হঠাৎ একটা সড়কি তুলে নিয়ে] শালা হারামজাদাডারে আজ বেহ্মদত্তি করেই ছাড়ব।

[ভট্টাচার্য-এর দিকে এগোয়। ছিরু ওকে বাধা দেয়। ভট্টাচার্য সেই ফাঁকে দ্রুত পালিয়ে যায়।]

শালা নেড়ী কুত্তার ছা কোয়ানকার !

ছিরু ॥ যাউক গিয়া—উয়ার কথা ভেবি নষ্ট করার মতন সময় অখন নাই।

অনাথ ॥ ইয়াসিন চাচা আইল না ?

ছিরু ॥ আসতিছে। তবে ও বুড়াও তো আমাদের জ্যাঠার মতই কথা কয়। অবিশ্যি তার পোলা গফুর আমাদের মতই লড়াই দিতি চায়।

পরান ॥ তারেও আইতে কলিনা ক্যান ?

ছিরু ॥ আসতিছে। কিন্তু একটা খপর, পালাম খবরটা য্যান বাতাসে ভেসি ভেসি বেড়াচ্ছে।

অনাথ ॥ বেত্তান্তটা কি ?

ছিরু ॥ দত্ত হারামজাদা নাকি আজই রাত্তিরে মাঠে টাকটর লামাবার ফিকির করতিছে।

অনাথ ॥ সেকি। [সকালে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ায়]

পরান ॥ তাহলি উপায় ?

ক্ষেতু ॥ রুখতি হবে।

পরান ॥ কি রুখতি হবে ?

ক্ষেতু ॥ টাকটর।

অনাথ ॥ কি করি ?

ক্ষেতু ॥ মাঠে লামাতে দিবো না।

পরান ॥ গুণ্ডা লাগাযে জোব করি লামাবে।

ক্ষেতু ॥ আমরাও জোর করি ঠেকাব।

অনাথ ॥ জ্যাঠা ই ব্যাপারে তুমি কি বল ?

মাধব ॥ কিছু না। তুদের জোযান বযস। তুরা জোর করি ঠেকাতি যেতি পারিস। আমার জোরও নাই কথাও নাই।

ছিরু ॥ ছিদেমটা যে ইসময কি করতিছে সদরে তাও বুঝি না।

অনাথ ॥ গাঁয়ের সব মুনিষদের খপর দেওযা দরকার।

মাধব ॥ ক্যান।

ছিরু ॥ তৈরী থাক সবাই। এক ডাকে সব য্যান বেরোযি পডতি পারে।

[ইয়াসিন ও গফুর ঢোকে]

অনাথ ॥ এই যে আসো চাচা। বেত্তান্ত শুনিছ ? দত্তশালা নাকি আজই রাত্তিরে টাকটর চালাবার—

ইয়াসিন ॥ শুনিছি, সব শুনিছি, কিন্তু করা যাবেটা কি ?

অনাথ ॥ কি বুলছো তুমি চাচা। টাবটর মাঠে নামতি দিলে কি হবে জানো ?

পরান ॥ জমিগুলান সব চষি ফ্যালাবে।

ছিরু ॥ তারপর আমাদের আর তুমাদের—

অনাথ ॥ আমাদের আর তুমাদের পরিবারগুলানের, পোলাপানগুলানের—

পরান ॥ সকলকে না খেয়ি শুকোয়ে মরতি হবে।

ইয়াসিন ॥ কুনদিন আমরা খেয়ি পড়ি বেঁচি ছিলাম।

ছিরু ॥ চাচা—

ইয়াসিন ॥ মাধব ভাই কি বলো।

মাধব ॥ আমি কুন ঝামেলায় নাই। সিবারের কথা তো এখনও ভুলি নাই। ওদের সাথে লড়াই করি জেতা যায় না।

গফুর ॥ সে কি কথা জ্যাঠা! তুমার মুখি কিনা শ্যাষে ই কথা শুনতি হলো। তুমার বাপ মরিছে লড়াইয়ে, তুমার শরীলে এখনও লড়াইয়ের দাগ! তুমার পোলা ছিদেম আমাদের জাগায়ে তুলিছে। আর আজ কিনা তুমি—

মাধব ॥ হ্যাঁ, আমি! কি পেয়েছি লড়াই করি? দুবেলা দুমুঠা দুরি থাক এক বেলাও পেট ভরি খেতি পাই নাই কুনদিন। [সুন্দরকে দেখিয়ে] ইটাকে পেট ভরি খেতি দিতি পারি না। ইটার মাটা বিনে চিকিচ্ছেয় মরি গেল খরার বছর। জানিস না? তুরা ইসব বেত্তান্ত জানিস না?

ছিরু ॥ [সহানুভূতির সাথে] সিজন্যেই তো তুমি আগে এগোবা।

পরান ॥ শুধু একা তুমারই কি এই অবস্থা জ্যাঠা?

অনাথ ॥ আমরা যারা সারা বছরটা রোদে জলে মাথার ঘাম পায়ে ফেলি খাটি, তাদের সকলের অবস্থা কি একই রকম লয়?

গফুর ॥ জ্যাঠা তুমি নিজি হাতে লড়াই দিছ একদিন, আজ পাছোয়ি পড়লি চলবি ক্যান্?

ইয়াসিন ॥ তুই চুপ থাক গফুর। ইসব কথার মাঝে তুই কথা বুলবি না।

ছিরু ॥ সি আবার কি! কথা বুলবে না ক্যান্?

পরান ॥ সকলে মিলি জোট হয়ি এগোতে হবে আমাদের।

অনাথ ॥ যার যা বলার আছে বলতি পারে।

ইয়াসিন ॥ তুমরা বলো, তুমাদের তো মানা করি নাই। শুধু গফুররে—

গফুর ॥ ক্যান্। আমি ক্যান্ কিছু বলতি পারবো না? উদের মত খেটি খেতি হয় না আমার? উদের থেকি কি ভাল আছি নাকি যে চুপ করি থাকবো।

ইয়াসিন ॥ হ্যাঁ, চুপ করি থাকবি। আমাদের সাথে উদের অনেক ফারাক।

ছিরু ॥ ফারাক!

পরান ॥ ফারাক!!

ক্ষেতু ॥ কিসের ফারাক?

অনাথ ॥ কও চাচা—কিসের ফারাক? আমাতে আর গফুরে ফারাক কুথায়? একই মাঠে দুজনা পাশাপাশি খাড়য়ে হালচাষ করি না? দুপুর সময় যার যা জোটে ভাগ করি খাই না?

ক্ষেতু ॥ তুমাদের বিপদে আমরা ছুটি যাই না?

পরান ॥ আমাদর বিপদে তুমরা ছুটি আস না?

অনাথ ॥ আর আজ তুমি ফারাক দেখতিছ। কিসের ফারাক কও।

ইয়াসিন ॥ [ভগ্নকণ্ঠে] তুরা হিঁদু আর আমরা মুসলমান। এই ফারাক।

অনাথ ॥ এই ফারাক!

ছিরু ॥ কতিছ কি চাচা!

পরান ॥ ক্যাবে তুমি আজ ই কথা বুললা!

ক্ষেতু ॥ তুমার গায়ে লিখা আছে তুমি মোছলমান? আর আমাদের গায়েও কি লেখা আছে হিন্দু বলি?

ইয়াসিন ॥ না নাই। উ কথা গায়ে লিখা থাকে না। মনে লিখা থাকে। তাই আমরা সব সময় পাশাপাশি থাকলিও লড়াইয়ের সময় জোট হয়ি খাড়তি পারি না।

ছিরু ॥ কে বললে তুমায়—পারি না?

ইয়াসিন ॥ আমি বলতিছি, পারি না। বিশবছর আগে যে লড়াইয়ে মাধব ভাই

এর বাপ পেরানডা দিল ; মাধব ভাইয়ের পিঠিতি সড়কি সিঁধুল—সে সময়ও পারি নাই।

মাধব ॥ ইয়াসিন ভাই !

ইয়াসিন ॥ খেয়াল আছে মাধব ভাই ? ই গাঁয়ের হিন্দু আর আমাদের গাঁয়ের মোছলমান সব মুনিষ আমরা জোট বেঁধি লড়াই কর্‌বার পিতিজ্ঞা করিছিলাম কিনা ? কিন্তু তারপর ? তারপর কি হইছিল ?

গফুর ॥ কি হইছিল বাপজান ?

ইয়াসিন ॥ তারপরই মাধব ভাইদের মনি পড়ি গেল যে ওরা হিন্দু আর আমরা মোছলমান।

গফুর ॥ লড়াই এর সময় ই কথা মনি পড়ি গেল।

ইয়াসিন ॥ হ্যাঁ, লড়াই-এর সময়। রাতের আঁধারে দত্তর এক আড়কাঠি নিজি হিঁদু হয়ি একটা গাই জবাই করি, তার মাস আর হাড় ছড়ায়ে ফেলি রেখি গেল ই গাঁয়ে। পরদিন উরাই রটায়ে দিল সি কাজটা করিছি আমরা। মাধব ভাইয়ের বাপ চটি যেয়ি আমাদের মুখ দেখা বন্ধ করি দিল। কুন খোঁজ খপরও করলো না যে কুথা থেকি এল ওই হাড আর মাস। আসলে আমাদের মনির মধ্যি ছিল বিষ। তাই সামান্যি টোপ ফেলি উরা আমাদের পিথক করি দিল, আমাদের জোট ভেঙ্গি দিল।

ছিরু ॥ ভুলি যাও চাচা, পুরানা দিনির কথা ভুলি যাও। বিশটা বছর ভিতর দিয়ি পার হয়ি গেছে। উসব করি আর আমাদের পিথক রাখা যাবে না। আমরা সবাই খেটি খাওয়া মুনিষ।

গফুর ॥ হ্যাঁ। আমরা সবাই খেটি খাওয়া মুনিষ। কুন শালার শয়তানি আর আমাদের জোট ভেঙ্গি দিতি পারবে না।

অনাথ ॥ না পারবে না। মন থেকি উসব পাপ হঠায়ে ফেলি দিতি হবে।

ছিরু ॥ একটা কথা শুধু মনি রাখতি হবে শালার ই তুনিয়ায় যে কেউ আমাদের লড়াইকে পিছা থেকি টান মারতি চাইবে—

গফুর ॥ আমাদের জোট ভেঙ্গি দিতি চেষ্টা করবে—

অনাথ ॥ আমাদের মনি পাপ, ভয় ঢুকাতি চাইবে—

ছিরু ॥ সব শালা আম্মাদের শত্তুর।

অনাথ ॥
পরান ॥ } হ্যাঁ শত্তুর। [সকলে স্থানুবৎ। গফুর হঠাৎ চীৎকার করে]
কেতু ॥

গফুর ॥ আমাদের মত খেটি খাওযা মুনিষের শত্তুর। লডাই আমাদের দিতিই হবে উ হারামজাদাদের সাথে। উদের খতম করতি না পারলি আমরা খতম হয়ি যাবো। বাপজান—

ইযাসিন ॥ আপত্তি নেই—তুদের কথা শুনি আর কুন আপত্তি লাই। সিবার মাধব ভাইরা একাই লডিছিল। ইবার তুরা জোট বেঁধি লডাইয়ে নাম। জিত আমাদের হবেই।

মাধব ॥ ইয়াসিন ভাই—তুমি উদের উস্কানি দিতিছ। মনি নাই তুমাব সিবারের কথা?

ইয়াসিন ॥ আছে মাধব ভাই। আছে। আর আছে বলিই না এক কথায় রাজী আমরা। সি বারের লডাই আমরা দূর থেকি খাডায়ে দেখিছিলাম। তুমাদের উপর উরা যখন ঝাঁপায়ে পড়লো। আমার হাত থেকি সড়কিখান ছুটি যেতি চেয়িছিল। কিন্তুক—যাক। আজ আবার সুযোগ এসিছে, পাশাপাশি খাডয়ে লডাই করার ডাক দিছে তুমরা।

মাধব ॥ আমি কিন্তু ইসবের মাঝে লাই।

ইয়াসিন ॥ মাধব ভাই! তুমার মত বাঘির মুখে ই সব কি কথা মাধব ভাই।

মাধব ॥ মনি রাখতে হবে, জোয়ান বয়সের রক্তের তেজ আর আমারও নাই তুমারও নাই।

ইয়াসিন ॥ রক্তের তেজ কমলি কি হবে মনের তেজ তো কমেনি। বরং বাড়তিছে —পেটের জ্বালায় ক্রমেই বাড়তিছে।

গফুর ॥ জ্যাঠা তুমার যখন রক্তের তেজ ছিল তখনতো হক্ পাওনার জন্তি লড়াই দিছিলা। আজ আমাদের পিছা থেকি টান ক্যান্ ?

ছিরু ॥ ভুল বুঝিস না গফুর। মাধব জ্যাঠা আমাদের পিছা থেকি টানতি চায় না। তা যদি হোত। তাইলে কি জ্যাঠারই পোলা ছিদেম আমাদের জোট বাঁধায়ি তুলতি পারে ?

গফুর ॥ ঠিক কথা ছিরু ভাই, আমারই ভুল হইছে। আমারে মাপ করি দাও জ্যাঠা, না বুঝি একটা অন্যায় বলি ফেলিছি।

মাধব ॥ তোরা কি ওই দত্তদের সাথে লড়াইয়ে জিততি পারবি ?

গফুর ॥ লিচ্চয় পারবো জ্যাঠা—তুমি দেখি লিও।

ইয়াসিন ॥ পারবে না ক্যান্ ? লড়াইতো একদিনে থেমি যাবে না। অনেক-দিন ধরে চলবেই লড়াই। লড়াই কি শুধু আমাদের এই ক গাঁয়ের মুনিষের ? সারা দ্যাশটাতে আজ একই অবস্থা। দ্যাশের খেটিখাওয়া মুনিষের পরানের ভিতরটা ধিকি ধিকি জ্বলতিছে। লড়াই করি ওই দত্তশালার মত যত জন্তু-গুলানকে খতম করতি না পারলি তো ই লড়াই শ্যাষ হবে না।

ছিরু ॥ এই তো আমার চাচার মত কথা— [আবেগে জড়িয়ে ধরে]

অনাথ ॥ দ্যাখো দিকি। তুমাদের বাদদিয়ি লড়াইয়ে এগোতি কি মন চায় ? একডা কথায় মনি সাহস এনি দিলা।

গফুর ॥ তাইলে আমি যাই বাপজান। গাঁ থেকি সবাইকে নিয়ে মাঠে গিয়া ঝাঁপায়ে পড়ি।

ইয়াসিন ॥ তাই যা। একটা হেস্তনেস্ত হয়ি যাক্। পিতিবছর এই দোটানা আর সহ্যি হয় না। বাঁচতে হলি মুনিষের মতই বাঁচব। ওই রাস্তার কুকুরগুলানের মতন ধুঁকতি ধুঁকতি বেঁচি থাকার সাধ আর লাই। যা তুই, গাঁয়ের সবাই য্যান মাঠে নামে। আমি আসতিছি, যা—

গফুর ॥ যেতিছি। জ্যাঠা—ছিদেম এলি বুলো। [প্রস্থান]

ইয়াসিন ॥ ছিদেমটারে যে দেখি না। গেল কনে ?

অনাথ ॥ সদরে গেছে।

ইয়াসিন ॥ ই সময়ে তার থাকা খুব দরকার ছিল। বাপকা বেটা হইছে ছিদেমটা। তেজ কি! আমারেও এই বুড়া বয়সে দলে টানিছে।

ক্ষেতু ॥ তার তো ফিরি আসা উচিত ছিল এতক্ষণ। হ্যাঁরে সোঁদর, কখন গেছে তোর বাপ?

সুন্দর ॥ কাক ডাকার সময় গো কাকা।

অনাথ ॥ তবে! এতক্ষণ করে কি সিখানে। সাঁঝ গড়ায়ে গেল!

পরান ॥ এসি পড়বে অখুন। গাঁয়ের মুনিষদের একবার জানান দি আসি—কি বলো ছিরু ভাই?

ছিরু ॥ যা—মাঠ পানেও ফুচি দিয়ি আসিস একবার।

পরান ॥ আচ্ছা— [প্রস্থান]

ইয়াসিন ॥ কি গো মাধব ভাই, মন ঠিক করতি পারলা? এই সোঁদর কতি পারতিছিস না তোর দাদুরে লড়াইয়ের কথা?

সুন্দর ॥ দাদা ভাই—[মাধবের দিকে এগিয়ে যায়]

মাধব ॥ ক—

সুন্দর ॥ সবাই লড়াই দিতি চায়। তুমি চাতিছ না ক্যান্?

মাধব ॥ [আবেগে সুন্দরকে জড়িয়ে ধরে] তোর জন্যি—ওরে তোর জন্যি। লড়াইয়ে যেয়ি যদি মড়ি পড়ি থাকি তাহলে তোরে গ্যাখবে কেডা।

ক্ষেতু ॥ ইডা কি বলতিছ জ্যাঠা। গাঁয়ে কি মুনিষ নাই। আজ যদি লড়াই-এ আমি মরি যাই তাইলে কি আমার বৌ-বেটিরা না খেতি পেয়ি মড়ি যাবে নাকি!

অনাথ ॥ ওসব চিন্তা ছাড়ান দাও জ্যাঠা। লড়াইয়ে নামতিছি জোট বেঁধি, হারি জিতি সেও সমান ভাগে ভাগ করি লিব।

[ছিদেম ও জনৈক শহুরে নেতা দেবুবাবুর প্রবেশ]

এই যে ছিদেম ভাই, বলি বেত্তান্তটা কি?

কেতু ॥ ইখানে শালা ই ঝামেলা, আর তুমি সেই বিহান থেকি সদরে বসি আছ। ফিরার নামটা লাই।

ছিদেম ॥ দেবুদাকে লিয়ে আসতে একটু দেরী হয়ি গেল।

অনাথ ॥ একটু দেরী কি গো। গেছ তো সেই বিহানে।

ছিদেম ॥ হ্যাঁ। দেবুদার আপিসে জরুরী কাজ ছেল। তাই কামাই করতি পারলেম না আইজ। আপিস থেকি ফেরার পর তবে আসতিছি।

সুন্দর ॥ আমার জিনিষ এনিছ? [ছিদেমের কাছে যায়]

ছিদেম ॥ হুঁ—এই নে। [লাল রং এর একটা দড়ী দেয়] ইদিকের খপর কি?

কেতু ॥ খপর খুব খারাপ। দত্তশালা আজ রেতেই মাঠে টাকটর লামাবে শুনতিছি।

ছিদেম ॥ বলিস কি!! তোরা— ?

অনাথ ॥ আমরাও বসি নাই। গাঁয়ের মুনিষ সব তৈরী হয়ি আছে।

কেতু ॥ ইয়াসিন চাচারেও ডেকি এনিছি।

ছিরু ॥ গফুর উ গাঁয়ের মুনিষদের লিয়ে মাঠপানে রওনা হয়ি গেছে।

কেতু ॥ আমরা তুমার জন্যিই বসি ছেলাম। উ টাকটর তো মাঠে নামতি দেওয়া যায় না।

ছিরু ॥ যে করি হোক রুখতি হবে।

অনাথ ॥ রুখতে গেলি লড়াই দাংগাও হতি পারে।

ছিরু ॥ কিন্তু উ ছাড়া তো রাস্তাও লাই।

ছিদেম ॥ আপনি কি কন দেবুদা?

দেবু ॥ প্রথম থেকেই লড়াই হাঙ্গামার কথা ভাবছো কেন?

অনাথ ॥ কি কতিছ দেবুদা! দত্তশালা টাকটর দিয়ি মাঠ চষি ফেলাবে আর আমরা লড়াই না করি বসি থাকবো!

কেতু ॥ সি আবার কি রকম ব্যাপার হোল!

দেবু ॥ লড়াই করবে না কেন? নিশ্চই লড়াই করতে হবে। কিন্তু সব কিছুর

মতই লড়ায়েরও তো একটা পদ্ধতি আছে। হঠাৎ মাথা গরম করে একটা কিছু হাঙ্গামা করা তো আর লড়াই নয়। তা করলে লড়াইয়ে জেতাও যাবে না।

ক্ষেতু॥ তা তুমিই কও দেখি কি করা যায়।

দেবু॥ আমার মত হলে, আমরা দু'তিন জন গিয়ে দত্তমশায়ের সঙ্গে আগে একবার আলোচনা করে দেখি।

অনাথ॥ তারপর?

দেবু॥ কি তারপর?

অনাথ॥ দত্তশালার সাথি আলোচনায় যদি কুন ফল না হয়?

দেবু॥ তখন আবার আমরা একসাথে বসে অন্য কোন্ রাস্তায় এগোলে ভাল হয় তা চিন্তা করবো।

ক্ষেতু॥ সি চিন্তাটা এখনই করলে ক্ষেতি কি?

দেবু॥ আহা লাভক্ষতির কথা হচ্ছে না। আমাদের তো একবার শান্তিপূর্ণ ভাবে চেষ্টা করতে হবে।

ক্ষেতু॥ চারিদিকে অশান্তির আগুন জ্বালায়েছে ওই দত্তশালা। ইয়ার মধ্যি তুমার ওই শান্তির উপায়ে কিছু হবে তুমি বলতি চাও?

দেবু॥ বলতে আমি কিছুই চাই না এখনই। আলোচনা না করে পরিস্থিতি না বুঝে এগিয়ে যাওয়ার রাস্তাও ঠিক করা যাবে না।

[উত্তেজিত অবস্থায় পরান ঢোকে]

পরান॥ অনাথ—ক্ষেতু—উরা [হাঁপাতে থাকে]

ছিদেম॥ কি হইছে রে পরান!

পরান॥ এই যে তুমি এসি গেছ। শুন সব, দত্তশালা সত্যি সত্যি টাকটর এনিছে। শুধু টাকটর নয়, উয়ার কাছারী বাড়ীতে অনেকগুলান গুণ্ডা এসি বসি আছে। আর পুলিশও ছাখলাম।

দেবু ॥ ঠিক যা অনুমান করেছি তাই হয়েছে। আট ঘাঁট বেঁধেই নেমেছে।

ছিদেম ॥ এখন কি করা যাবে দেবুদা ?

দেবু ॥ চটকরে মাথা গরম করে কিছুকরা ঠিক হবে না। ধীরে সুস্থে ভেবে চিন্তে আমাদেরও চারদিক বেঁধে এগোতে হবে।

পরান ॥ কিন্তু ই সময়ের মধ্যি যদি উরা টাকটর মাঠে নামায়ে দ্যায়, তাইলে তো আর—

অনাথ ॥ না—তা হয় না। টাকটর মাঠে নামতি দেওয়া যায় না। পরান — মুনিষদের খপর দিছিস ?

পরান ॥ সব মাঠের চারপশে তৈরী হয়ি আছে। শুধু একবার তুমরা কেউ গিয়ে হাঁক পাড়লিই ঝাঁপায়ে পড়বে।

অনাথ ॥ তয় আর দেরী লয়। তুই মাঠে যা। টাকটর নিয়ি উরা মাঠের দিকি এগোলেই তুই ঝাঁপিয়ে পড়বি।

দেবু ॥ তার মানে ? তোমারা কি একটা সংঘর্ষ বাঁধাতে চাইছ।

অনাথ ॥ আমরা চাই নাই। উই দত্তশালা চেতিছে।

ছিরু ॥ কুন রাস্তা নাই আর। টাকটর রুখতিই হবে।

কেতু ॥ ঠিক কথা— টাকটর জ্বালায়ি দিতি হবে। ইছাড়া রাস্তা নাই।

দেবু ॥ কিন্তু এই ভাবে হঠাৎ মাথা গরম করে—

ছিরু ॥ তখন থেকি তুমি একই কথা কতিছ দেবুদা। মাথা গরম আর মাথা গরম। বলি মাথা ঠাণ্ডা রাখি কি করি সিটাতো ভাবতিছো না। আমাদের মুখির গ্রাস, পোলাপানগুলার মুখির গ্রাস কেড়ি নিবে উরা—আর আমার। মাথা ঠাণ্ডা করি তাই দ্যাখবো !

অনাথ ॥ মাথা ঠাণ্ডা রেখি আলোচনা করলি ওই দত্ত চামারডা আমাদের জমি চষতি দিবে ভেবেছ ?

দেবু ॥ সেটা তো পরের কথা। চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি ?

ক্ষেতু॥ কুন দোষ নাই। তুমরা কাছে সিটাই ঠিক, কারন তুমার পোলাপানের মুখির গেরাসে তো ছোবল পড়ে নাই।

দেবু॥ এই দেখো—অযথা উত্তেজিত হয়ে তুমি আমায় ভুল বুঝছো কেন ?

ছিদেম॥ আঃ ক্ষেতু! কারে কি কতিছিস ?

ক্ষেতু॥ ঠিকই কতিছি। আর যারে কবার তারেই কতিছি। ভুল আমি তুমাকে বুঝিনাই দেবুদা। একটা কথা তুমাকে সাফ জানায়ে দিই—তুমরা ভদ্দরলোক। তুমাদের এখনও কিছু আছে যা হারানোর ভয় আছে। আমাদের জমি চষার উপর পরানটা টিকে আছে। জমিহ যদি চষতি না পারি তো—

অনাথ॥ আঃ ক্ষেতু। বাজে প্যাচালের সময় নাই। টাকটর নামি গেলি—

পরান॥ আমি যেতিছি। গাঁয়ের মানষগুলানকে লিয়ে মাঠ পানে যাই। তুমরাও এসো। ইয়াসিন চাচা যাবা নাকি ?

ইয়াসিন॥ হ্যা। সেলাম দেবু ভাই। চল পরান। [ইয়াসিন ও পরানের প্রস্থান।]

দেবু॥ ওদের নিষেধ করো ছিদেম। মরনের মুখে এই ভাবে ঝাঁপ দেওয়ার নাম সংগ্রামও নয় আন্দোলনও নয়।

ছিদেম॥ আমি ঠিক বঝতি পারতিছি না কি করা উচিত।

অনাথ॥ বুঝতি পারতিছ না! তুমি না চাষী ? চাষীর দুঃখ বুঝতি পারতিছনা ?

ছিদেম॥ অনাথ।

ছিরু॥ ডর লাগতিছে। ওনার মত লড়াই এর নামেই ডর। বেঁচি আছি আমরা যে মরার ডরে পিছোয়ে যাবো ?

অনাথ॥ বাজে চিন্তা ছেড়ি চলো ছিদেম।

[একটা হৈ হৈ শব্দ ভেসে আসে]

ওই, ওই, সব বেরোয়ি পড়িছে। ক্ষেতু ভাই আমার সড়কিখান বাড়ী থেকে নিয়ে তুমি এগোও। আমি ছিদেমরে নিয়ে যেতিছি।

ক্ষেতু॥ আইচ্ছা [বেরিয়ে যায়। হৈ হৈ শব্দটা তখনও আসছে]

অনাথ॥ কি ছিদেম—তুমি কি এখনও ভাবতি হবে বলি পিছা পড়ি থাকবা ?

ছিদেম॥ দেবুদা—

দেবু॥ আমি তোমায় এভাবে যাওয়ার কথা বলতে পারবো না।

অনাথ॥ ক্যান! ক্যান পারবা না ?

দেবু॥ কারণ আমি মনে করি তোমরা যা করতে যাচ্ছো সেটা সঠিক পথ নয়।

অনাথ॥ ঠিক পথ লয় ? শত্তুর যখন আমাদের মেরি ফেলতি ঝাঁপায়ে পড়ে তখন হাতে সড়কি ধরি তারে খতম করা ঠিক পথ লয় ?

দেবু॥ সে তোমাদের মারতে আসেনি—

অনাথ॥ আবার আসে কেমন করি ? জমি আমাদের পরান। এক আধ বেলা যা জোটে তা ওই জমির জন্যিই জোটে। সেই জমি কেড়ি নেওয়া আর পরাণে মেরি ফেলা একই কথা।

দেবু॥ ব্যাপারটাকে ওভাবে দেখলে অবশ্য তাই—

অনাথ॥ তুমি কুনভাবে দেখতিছ ?

দেবু॥ তারমানে ?

অনাথ॥ সোদ্দা কথাই তো বলতিছি ? তুমি কোনভাবে দেখতিছ ? আমাদের প্রানপেরানের কারবার যিখানে—

দেবু॥ আমি তো সেকথা অস্বীকার করছিনা। কিন্তু—

ছিরু॥ কিন্তু! কিন্তু আবার কি ?

দেবু॥ ওরা পুলিশ এনেছে। আইন ওদের দিকে তা তুমি বোঝ ?

অনাথ॥ লিডা পুঁথি পড়ি বোঝাবার দরকার হয় না। চেরকাল তাই দেখি আসতিছি।

দেবু॥ তাইলেই ভেবে দেখ এই যে জোর করে ট্রাকটার নামাতে দেবেনা বলছো সেটা বেআইনি নয় কি ?

অনাথ॥ নিশ্চয়! ওদের তৈরী আইনে বেআইনি।

দেবু॥ আহা! ওদের আইন, আমাদের আইন এসব আবার কি? আইন -আইনই।

অনাথ॥ না, তালয়। উদের যেমন আইন আছে উদের স্বার্থের জন্তি আমাদেরও তেমনি আইন আছে আমাদের স্বার্থের জন্তি। আমাদের আইন ওরা মানেনা কারন আমরা মানাতি পারিনা। উরা কিন্তু উদের আইন ওই পুলিশ আর গুণ্ডাদের দিয়ে জোর করি আমাদের উপর চাপায়ি দেয়।

ছিরু॥ অনাথ ভাই।

আনাথ॥ হ্যাঁ ছিরু। আমরা লড়াই কববো এমন একটা আইন তৈরী করার জন্তি যে আইন আর কথনো আমাদের পোলাপানের মুখির গ্রাসে ছোবল মারতি দিবে না।

দেবু॥ এসব তুমি কি বলছো?

অনাথ॥ ঠিকিই বলতিছি। যে কথা তুমরাই এতদিন বলি এসিছো তাই বলতিছি আজ দেখি তুমিই উল্টা গাতি লেগিছ। পিছা থেকি টানার চেষ্টা করতিছো। কিন্তু ছিদেম তুমিও কি আজ ওই পিছাটানের জন্তি পাছু পড়ি থাকবা?

ছিদেম॥ [কাতর কণ্ঠে] দেবুদা—

দেবু॥ না ছিদেম। কোন বেআইনী সংঘর্ষের দায়িত্ব নেওয়ার সময় এখনও হয়নি অতএব—

অনাথ॥ দায়িত্ব। দায়িত্ব কে লিবে? তুমি? দায়িত্ব তুমরা কত লাও তা আমাদের জানা আছে। আর কথা বাড়ায়োনা। দায়িত্ব নেবার সময় যে তুমাদের কুনদিন হবে না তাও বুঝতি পেরিছি।

ছিদেম॥ (ভৎর্সনার স্বরে) আঃ! অনাথ!

অনাথ॥ কি? অনাথেরে কও ক্যানে? কতি পারতিছো না ওই ওনারে, সেই গেলবারের কথা? ওনাদের ডাকে সহরে মিছিল করতি যেয়ি পুলিশের গুলিতে কত কিষেন মারা পড়িছিল। ভুঁই পাড়ার লেতাইদার

কথা কি ভুলি গেলা নাকি? দায়িত্ব তো দূরির কথা, দুবছরে একবার উঁকিও মারেনি ওনারা গেরামে—

ছিদেম ॥ আঃ তুই থামতো—

অনাথ ॥ থামবো ক্যান? চ্যাচায়ে বলবো। দায়িত্ব নেবার কথা বলে কুন মুখি? ভদ্রতা করি মুখ বুঁজি থাকার সময় আর নাই। এখন সোজা কথা, হয় আমাদের দিকি থাক,—নয়তো ওই দত্ত শালাদের দালালি কর। মধ্যিখানে কুন রাস্তা নাই।

[বাইরের দূরে একটা অস্পষ্ট গোলমালের শব্দ হচ্ছে। দৌড়ে কেতু ঢোকে]

ক্ষেতু ॥ ছিদেম—ছিদেম—ছিদেম—

ছিদেম ॥ কি হইছে রে?

[সবাই কৌতুহলে নড়ে চড়ে উঠে]

ক্ষেতু ॥ শালারা জোর ক'রি টাকটর নামাতি গেছলো।

অনাথ ॥ সেকি! তারপর?

ক্ষেতু ॥ গফুর তার মুনিষদের লয়ে টাকটর এর সামনে খাড়ায়ে টাকটর রুখি দেছে।

অনাথ ॥ সাবাস! আমরাই পিছায়ে থাকলাম।

ক্ষেতু ॥ কিন্তু আর সময় নাই। উদিকে উ শালারা শহর থেকি গুণ্ডা আমদানি করিছে। তারা একপাশে জটলা করতিছে। মতলব ভাল লয়।

ছিদেম ॥ সোঁদর—আমার সড়কি খান—

সোঁদর ॥ দেই বাবা [ঘরের ভেতর যায়]

মাধব ॥ তুই যাবি ছিদেম?

দেবু ॥ ছিদেম—তুমিও শেষ পর্যন্ত ঝোঁকের মাথায়—

ক্ষেতু ॥ কি কতিছ তুমরা? লড়াই সুরু হয়ি গেছে আর তুমরা—

ছিদেম ॥ লড়াই। হ্যাঁ লড়াই সুরু হয়ি গেছে—

[সুন্দর সড়কিটা ছিদেমকে দেয়]

অনাথ ॥ এখন আর চিন্তার সময় নাই।

[হাঁপাতে হাঁপাতে পরান ঢোকে]

পরান ॥ জ্যেঠা—জ্যেঁঠা।

অনাথ ॥ কি হলো পরান ?

পরান ॥ জোর দাংগা বেধি গেছে।

ছিদেম ॥ দাংগা।

পরান ॥ দত্তর গুণ্ডাগুলান গফুরদের উপর ঝাঁপায়ে পড়িছে!

কেতু ॥ ভাবতি থাক তুমরা। আমি চললাম। মরি বাঁচি লড়াই দিব।

[বেগে প্রস্থান করে]

পরান ॥ গফুরের মাথায় জোর চোট লেগিছে। সারা শরীলে রক্ত গড়ায়ে পড়তিছে। তবু এখনও খাড়ায়ে আছে। আট দশ জন গুণ্ডারে মাটিতে ফেলি দেছে। বাকী সব পালাইতে সুরু করিছে।

অনাথ ॥ এখনি যাওয়া দরকার। উরা আবার ফিরি আসবে। আমাদের মুনিষরা কোথায় ?

পরান ॥ মাঠে নেমি গেছে। লাঙ্গলও পড়িছে দুচারখান। বাকী সব পাহাড়ায় আছে।

অনাথ ॥ তুইও যা। সবারে ছড়ায়ে রাখ। এক জায়গায় যেন কুণ্ডলী পাকায়ে না থাকে।

পরান ॥ যেতিছি। তুমরাও এস সব। দেরী কোরনি [প্রস্থান]

ছিরু ॥ আমিও যেতিছি। তুমরা ভাবতি থাক। [প্রস্থান]

মাধব ॥ আমারে মাঝে মাঝে খবর দিয়ি যাস্।

নেপথ্যে ছিরু ॥ আইচ্ছা।

অনাথ ॥ ছিদেম ভাই শেষবার জিগাই—যাবা কি না ?

ছিদেম ॥ যাবো—নিচ্চই যাবো। না গেলি গফুরের বাপ ইয়াসিন চাচার কাছে মুখ দেখাব কেমন করি। যাই—দেবুদা। কিছু মনে করো না। [প্রস্থানোদ্যত]

মাধব ॥ শক্ত হাতে সড়কি ধরবি ছিদেম।

ছিদেম ॥ (ঘুরে মাধবের কাছে গিয়ে) তুমি আমার উপর রাগ করতিছ না তো ?

মাধব ॥ না-না-না রাগ করবো ক্যান ? তুর পরে কুনদিন রাগ করিছি না করতে পারি। তুর কথায়, তুরই বুদ্ধিতে এতগুলান মুনিষ সোজা হয়ি দাঁড়াতি শিখিছে আর আজ তুই কি পিছায়ে থাকতি পারিস। যা তুই ; যা ; লড়াইয়ের সময় অন্য কুন চিন্তা য্যান মনে না আসে।

সোঁদর ॥ বাবা তুমি লড়াইয়ে যেতিছ ? (ছিদেমের কাছে যায়)

ছিদেম ॥ (সুন্দরকে আদর করে) হ্যাঁ বাপ যেতিছি—যেতিছি। দেখিস, তুই য্যান ভালভাবে থাকিস। দাদাভাই রল। আমিও আসতিছি। তুই খেলা করতি থাক।

সোঁদর ॥ না— আমি তুমার সাথে যাবো। আমারে লিয়ি চলো--

ছিদাম ॥ হেই ছ্যাখো—তুই ওখানে যেয়ি কি করবি। পাগলা কোথাকার। তুই বরং তোর ধনুকটা বানায়ে রাখ। আমি এসি ছ্যাখবো কেমন হলো।

মাধব ॥ আয় দাদা ভাই। তাড়াতাড়ি তোর ধনুকখানা তৈরী করে দিই— আয়।

সোঁদর ॥ না—আমি বাবার সাথে লড়াইয়ে যাব। আমিও বাবার মত লড়াই দিব।

মাধব ॥ এইতো আমার দাদার মত কথা। লিচ্চই লড়াই দিবি। আর কিছুদিন যাক্, আমি নিজে তোর হাতে সডকি তুলি দিব। এখন তোর বাপরে যেতি দে।

অনাথ ॥ ছিদেম ভাই—

মাধব ॥ হ্যাঁ—, যা ছিদেম। দেরী করিস না। আমি রলাম। ভাবিসনি।

ছিদেম ॥ চল্, অনাথ। যেতিছি দেবুদা, আজ আর তুমার কথাডা মানতি পারলাম না। [অনাথ ও ছিদামের প্রস্থান]

দেবু ॥ চলো, আমিও ঘুরে দেখে আসি একটু। [প্রস্থান]

সোঁদর ॥ আমি যাবো—ও বাবা—আমি যাবো—ও বাবা—

মাধব ॥ আঃ দাদা! ছিঃ লড়াইয়ের যাওয়ার সময় পিছা থেকি ডাক দিতি নাই।

সোঁদর ॥ তুমি আমারে ছাড়ি দাও। আমি এখনি লড়াই দিতি যাবো। আমারে ছাড়ি দাও।

[মাধব তাকে আটকাবার চেষ্টা করে এমন সময় ইয়াসিন ঢোকে]

ইয়াসিন ॥ মাধব ভাই মাধব ভাই। লড়াই হতিছে বটে জোর লড়াই। মরদগুলার হিম্মত কত দেখি এসো একবার।

মাধব ॥ গফুরের শোনলাম বড় চোট হইছে।

ইয়াসিন ॥ এ্যাঁ। ও—হ্যাঁ। চোট লেগিছে। তা লড়াইয়ে গেলি চোট তো লাগবেই। তুমারও তো লেগিছিল মাধব ভাই।

মাধব ॥ ওরে একটু সুস্থ করি লিতি-হোত যে—

ইয়াসিন ॥ সুস্থ! সুস্থ কারে করবা! সেকি আর দুনিয়ায় আছে নাকি যে—

মাধব ॥ ইয়াসিন ভাই—।

ইয়াসিন ॥ হ্যাঁ—মাধব ভাই। গফুর আর ই দুনিয়ার কুন কারবারে নাই। নিকেশ হয়ি গেছে। আট দশটা গুণ্ডারে নিকেশ করি তবে মাটি নিছে।

মাধব ॥ [ইয়াসিনের পিঠে হাত রেখে] ইয়াসিন ভাই—

ইয়াসিন ॥ হ্যাঁ, নিকেশ হয়ি গেছে। যাক্, দুঃখু নাই। রাস্তার কুকুর বিড়ালের মতো তো মরে নাই বাঘির মতই লড়াই করি মড়িছে। লড়াই চালাতি গেলি মনের অনেক দুঃখ চেপি রেখি তবে লড়াই চালাতি হবে।

সোঁদর ॥ ইয়াসিন দাদা—গফুর চাচা নিকেশ হয়ি গেছে?

ইয়াসিন ॥ হ্যাঁ ভাইজান। কিন্তু তুমরা ভাইজান—তুমরা তো আছো। তুমরা বড়ো হবে। ওই গফুর চাচার সড়কি তুলে লিয়ে লড়াই দিবে। খতম করি দিবে ওই জানোয়ার গুলানরে। পারবে না ভাইজান?

সৌদর ॥ আমি অখুনই পারি। আমারে ছেড়ি দিয়ি ছাখো তুমরা। আমি অখুনই লড়াই দিতি পারি।

ইয়াসিন ॥ আঃ, আয় ভাইজান। আমার বুকে আয়—আমার বুকে আয়

[পরান ঢোকে]

পরান ॥ জেঠা—জেঠা—একি! ইয়সিন চাচা! গফুর—

ইয়াসিন ॥ জানি। গফুর লড়াই করতি করতি জান দিছে। লড়াইয়ে ক্ষয় ক্ষেতি হয়। তাই ভেবি লড়াই থেমি থাকতি পারে না। লড়াইয়ের খবর বল্—

পরান ॥ সি কথাইতো বুলতে এসেছি। দত্তর টাকটরের ডেরাইভার আমাদের সাথে যোগ দিছে। বলে আমিও খেটি খাওয়া মুনিষ। আমারে দিয়ে তুমাদের অন্ন মারার কাম হবেক নাই।

মাধব ॥ বলিস কি!

পরান ॥ তবে আর বুলছি কি! দত্ত শালা নিজি মাঠে এসিছে পুলিশ লিয়ে। ডেরাইভারকে কত বুঝালো। কিন্তু তার এক কথা—পারব না। তুমারে বলবো কি চাচা লোকটা শ্যাষ পর্য্যন্ত গাড়ী থেকি নেমি এসি আমাদের সাথে ভিড়ি গেল।

ইয়াসিন ॥ বুঝিছে—আমাদের লড়াইয়ের মর্মটা চট করি বুঝি ফেলিছে। খেটি খাওয়া মুনিষের বুঝি নিতি তো কষ্ট হয় না।

[আবার গোলমালের আওয়াজটা বেড়ে যায় এবং কয়েকটি—গুলির শব্দ হয়]

ওই দ্যাখ, বোধ হয় গুলি চলতিছে। তুই যা পরান তাড়াতাড়ি যা মোটে পাছাবি না। চারিদিক দি ঘিরি ফ্যাল।

পরান ॥ যাই চাচা—[প্রস্থান]

[দেবু ঢোকে]

দেবু ॥ গুলি চলছে। সবাই পালাচ্ছে।

মাধব। সবাই পালাচ্ছে ?

দেবু। এখনই বললাম, এভাবে সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না।

ইয়াসিন। মাধব ভাই' এখন কি করা যায় ?

দেবু। কিছুই করার নেই। ওরা মরিয়া হয়ে নেমেছে। এইভাবে এগিয়ে যাওয়ার কোন মানে হয় না। দশ পনের জনতো গুলি খেয়ে মাঠেই পড়ে গেল। ছিদেম—[বলতে বলতে মাধবের দিকে তাকিয়ে থেমে যায়।]

মাধব। ছিদেম—কি ? ছিদেমের কথা কি বলছিলে বলো, চুপ করি আছো ক্যান ? কি হইছে ছিদেমের ?

দেবু। ছিদেমরও একই অবস্থা। গুলির ঘায়ে পড়ে আছে।

মাধব। কি ? ছিদেম—ছিদেম গুলির ঘায়ে মাটিতে পড়ি আছে ! তারে ফেলি সবাই পালাচ্ছে। তাইলে তো এবার আমারি যেতি হয়। দাদাভাই আমার সড়কি খান—

[সুন্দর দৌড়ে ভেতরে যায়]

ইয়াসিন ভাই। তুমি আমার দাদারে একটু দেখো, আমি চললাম।

দেবু। সে কি ! আপনি আবার কোথায় চললেন ?

মাধব। বুঝতি পারতিছ না—কোথায় চললাম ? সবাই এদিক ওদিক পালাচ্ছে। এত গুলান পরান কি মিছাই নষ্ট হবে ? লড়াই এগোয়ি নিয়ি যেতি হবে না ?

দেবু। কিন্তু আপনি ?

মাধব। হ্যাঁ আমি। আমি জানি মাঠে যেয়ি আমি দাঁড়ালি ওই মুনিষ গুলান আবার সব ফিরি আসবে। আবার জোট বাঁধাবে, লড়াই চালাবে। তাই আমারি যেতি হবে। অত সহজে আমি লড়াই শ্যাষ হতি দিব না। একজন পড়লি, আর একজন। সে পড়লি আরও একজন লড়াই দিবে। এইভাবে লড়াইকে এগোয়ি নিয়ে যেয়ি শ্যাষে খতম করি ফেলতি হবে ওই জানোয়ার গুলানকে।

দেবু। কিন্তু এই বুড়ো বয়সে আপনি—

মাধব। থামো—থামো তুমি—চুপ লেগি থাক। লড়াইয়ে যেতেছি—ইসময় তুমার প্যানপ্যানানি আমার ভাল লাগতিছে না। বুড়া বয়স- লড়াই যারা করে, লড়াই করার সাহস যাদের আছে তাদের বয়সের বাধালাই, আইনের বাধালাই, পিছটান লাই, কিছুলাই, থাকতে নাই।

[সুন্দর সড়কি এনে দেয়]

দে দাদা দে, উ শালাদের আমরা খতম করবই, তা না করতি পারলি আমাদের বাঁচার রাস্তা নাই—বাঁচার রাস্তা নাই [প্রস্থান]

ইয়াসিন। যাও যাও মাধব ভাই। [দেবকে] তুমি এখনও চুপ করি খাড়ায়ে থাকবা দেবু ভাই ?

দেবু। তবে কি করতে হবে ?

ইয়াসিন। তুমরা লড়াইয়ের কথা সদা সর্বদা বলি থাকো। তোমার চোখির সামনে এতবড় একটা ঘটনা ঘটতিছে আর তুমি কিনা চুপ করি খাড়ায়ে দেখবা ? জোয়ান মরদগুলানের তাজা রক্তে মাঠখান ভরি যেতিছে, আর তুমি—

দেবু। রক্ত ! মিছিমিছি রক্তক্ষয়ে কি লাভ হচ্ছে ?

ইয়াসিন। মিছামিছি !

দেবু। তাছাড়া আবার কি ? রক্তের দাম যারা বোঝে না তারাই এভাবে—

ইয়াসিন। কি কতিছ দেবুভাই ! রক্তের দাম বুঝি না আমরা ! জীবন ভোর আমাদের রক্ত শুষি খেতিছে যারা তাদের রক্ত ফেলতি চাইলে অন্যায় হয় ?

দেবু। আপনিও দেখছি ওদের মত কথা বলতে সুরু করলেন।

ইয়াসিন। কি করবো দেবু ভাই। আমি যে ওদেরই মতন চাষী। তাই উদের মতন ছাড়া তুমার মতন কথা বলা কোথা হতি শিখবো। তোমরা পুঁথি পড়া লোক, লেখা পড়া শিখিছ অনেক। নিশ্চিন্তে বসি ভাল ভাল কথা ভাবার সময় তুমাদের আছে'। আমাদের দিন রাত কেটি যায় হাড়ভাঙা খাটনির মধ্যি দিয়ে। তাই তুমাতে আমাতে অনেক ফারাক। আমাক

কথা তুমি বুঝতি চাওনা—আর তুমার ওই পুঁথি পড়া বুলিগুলো আমরাও বুঝতি পারিনা, চাই না। বোঝার দরকার আছে বলে মনে করি না।

দেবু ॥ বোঝাবার দরকার আছে বলে আমিও মনে করছি না। এখানে আসাই দেখছি আমার ভুল হয়েছে। যাক আমি চললাম। [প্রস্থান]

ইয়াসিন ॥ তাই যাও। চলি যাও তুমরা, যারা রক্ত দেখি ভয় পাও তারা আমাদের মধ্যি এসো না। আমাদের মধ্যি এসি আমাদের লড়াইকে পিছা থেকি টান দিবার চেষ্টা করো না। চলি যাও—ভেগি পড়ো—ভেগি পড়ো তুমরা—ভেগি পড়ো তুমরা, নইলে তুমরাও খতম হয়ি যাবা।

সৌদর ॥ দাদাভাই।

ইয়াসিন ॥ চিনিরাখ উদের। উদের মতন মুনিষদের চিনিরাখ তুরা। ভাল করি চিনি রাখ। দত্তদের চিনা সোজা। কিন্তু ওই উরা, যারা আমাদের মধ্যি এসি আমাদের সাথে সাথে থেকি আমাদের লড়াইকে পিছা থেকি টানতি চায়, আমাদের মনি ভয় ঢুকাতি চায় উদের চিনি রাখ। উদের সাথে নিয়ি লড়াইয়ে এগোলি লড়াই জিতা যায় নারে, লড়াই জিতা যায় না।

[দ্রুত পরানের প্রবেশ]

পরান ॥ কে বললো জিতা যায় না। আমরা জিতিছি। আমরা জিতিছি [ইয়াসিনকে জড়িয়ে ধরে]

ইয়াসিন ॥ জিতিছিস।, দত্ত হারামজাদা ?

পরান ॥ জ্যেঠার সড়কির এক ঘায়ে হারামজাদা মাঠে পড়ি গেছে। উরা কিছু বুঝি উঠার আগেই জ্যেঠার সড়কি সোজা দত্তশালার প্যাটে সিঁধোয়ে গেছে। ছিদেমও মরে নাইগো, তবে চোটটা জবর হইছে। কিন্তু আমরা জিতিছি। সব শালা ভেগি গেছে। মাঠে লাঙ্গল পড়িছে। আমরা জিতিছি। উঃ শালারা আর কেউ নাই গো। ওরে সৌদর আমরা জিতিছি [সুন্দরকে কাঁধে তুলে নাচতে থাকে]

সুন্দর ॥ আমরা জিতিছি—আমরা জিতিছি—লড়াই জিতিছি।

ইয়াসিন ॥ পরান।

পরান ॥ চাচা! কও চাচা।

ইয়াসিন ॥ সময় নষ্ট না করি তাড়াতাড়ি মাঠে যা। ই জিতা জিতা নয়। উরা আরো শক্ত হয়ি আসবে। তুই মাঠে যা।

পরান ॥ ঠিক বলিছ [প্রস্থানোদ্যত]

ইয়াসিন ॥ আর শুন। মানুষগুলান য্যান একজায়গায় না থাকে। মাঠে লাঙ্গল দিক কজন। বাকী সব সড়কী লাঠি নিযি পাঁচ ছজন করি ভাগে ভাগে মাঠের চারপাশ ঘিরি ঝোপে ঝাড়ে, গাঁয়ের মধ্যে লুকায়ি তৈরী হয়ি থাক। উরা য্যান আমাদের ঘিরি ফেলতি না পারে।

পরান। আইচ্ছা [প্রস্থানোদ্যত]

ইয়াসিন ॥ আর শুন কয়েকটা ছোট দল ভাগে ভাগে সদর থেকি গাঁয়ে আসার রাস্তাটা লুকায়ে পাহারা দিক। কয়েকখান কোদাল তারা য্যান সাথে নেয়। দরকার হলি রাস্তা ভেঙ্গি দিয়ি গাড়ী আসবার পথ বন্ধ করি দিতে হবে।

পরান ॥ ই সব কি কতিছ চাচা!

ইয়াসিন ॥ ঠিকই কতিছি। লড়াই এর আগে আমরা দেখেছি। সিবার হার হয়িছিল যে জন্যি সি সব কথাগুলান আমার সব মনি আছে। খানকয় কুড়ালও সাথে রাখিস। দরকার মতো রাস্তার পাশে গাছ কেটি রাস্তার উপর ফালায়ে দিবি।

পরান ॥ চাচা!

ইয়াসিন ॥ চুপ যা। লড়াই তো এই সুরু হোল। তাড়াতাড়ি নিজেরা মরি যেন্থি যদি লড়াই শ্যাষ না করতি চাস—যদি জিততি চাস তো যা বুললাম সি সব ব্যবস্থা করি ওই টাকটর ডাইভারকে লিয়ি আমার কাছে ঘুরি আয়।

পরান ॥ আবার তারে ক্যান?

ইয়াসিন ॥ তার সাথে পরামর্শ করতি হবে। আরে উরা হোল সহরের মজুর

আর আমরা গেরামের। আমরা যদি একজোট হয়ি লড়াই করি আমাদের হার হতি পারে না।

পরান ॥ কিন্তু উত্তো নুতন মুনিষ—

ইয়াসিন ॥ বাজে প্যাচাল পাড়িসনা। সে, খেটি খাওয়া মুনিষ। তুদের দেবু ভাইএর মতো ভদ্দরলোক নেতা লয়। বয়স আমার অনেক। দেখিছও অনেক। শিখিছিও অনেক। মুনিষ চিনতি আমার ভুল হয় না। লড়াই হতিছে দেখি তুদের সেই ভদ্দরলোক নেতা পিঠটান দিছে শহরের দিকে. আর .ওই শহরের আর একজন খেটি খাওয়া মজুর তুদের লড়াইয়ে মদত জোগাতি লড়াইএ ভিড়ি গেছে। কে নেতা হবার যুগ্যি তা আমারে বুঝাতি হবে না। তবু তার সাথে একবার কথা বলতি চাই।

পরান ॥ ঠিক আছে চাচা। কাজগুলা করি তারে লিয়ে আসতিছি।

ইয়াসিন ॥ যা করবার চটপট করবি। একটুও ঢিলে দিবি না। মনে রাখবি আমাদের মুনিষদের রক্ত ঝরিছে অনেক। তবেই লড়াইয়ে এখনকার মত এই জিত হয়িছে। কিন্তু রক্ত হয়তো এখনো অনেক ঝরাতি হবে। ভয় পেলিও চলবে না। তাই নিয়ে ভাবলিও চলবে না। সব সময় মনি রাখতি হবে—ই জিতা শ্যাষ জিতা লয়।

[রক্তমাখা সড়কি হাতে মাধব ঢোকে]

মাধব ॥ ঠিক কথা ইয়াসিন ভাই। শ্যাষ জিতা লয়। এখনকার মতন জিতিছি। কিন্তু উরা আবার আসবে; আবার লড়াই দিতি হবে। সাবধান থাকিস পরান। লড়াই শ্যাষ হয় নাই। বিশ বছর আগে লড়াই সুরু করিছিলাম। আজ বিশ বছর বাদে আবার সড়কি ধরতে হলো। ভয় ছিল ইজ্জৎ রাখতি পারবো কিনা, কিন্তু পেরিছি। ওই দত্ত হারামজাদার কালা রক্ত ফেলিছি এই সড়কি ফুঁড়ে দিয়ি। দ্যাখো—দ্যাখো ইয়াসিন ভাই—রক্তের ইরকম কালা রঙ কখনো দেখিছ?

ইয়াসিন ॥ শয়তানের রক্ত কালাই হয় মাধব ভাই। [পরান বেরিয়ে যায়]

মাধব ॥ ঠিক কথা—সাচ্চা কথা বলিছ ইয়াসিন ভাই। শয়তানের রক্তের রঙ কালাই হয়। আর যারা সারাজীবন মুখবুঁজি, মাথা নীচু করি, কোমর বেঁকোয়ি দিয়ি ওই শয়তান গুলার পায় নিজের রক্ত ঢেলি দেয় তাদের সে রক্তের কুন রঙ থাকে না ইয়াসিন ভাই। ঘাম আর চোখের জল হয়ি সব বেরোয়ি যায়। আমরা এতদিন সেই রক্ত ঢেলিছি ওই শয়তান দত্ত হারামজাদার পায়ে তার পেট মোটা করতি। কিন্তু আজ—

ইয়াসিন ॥ আজ ?

মাধব ॥ আজ ওই মাঠে যেয়ি দেখি এসো ইয়াসিন ভাই, জোয়ান মরদের রক্তে মাঠখান ভরি গেছে'। শুধু কালা নয়, লাল রক্তও ঝরিছে অনেক। লাল তাজা লাল রক্ত। ভোরির বেলার পুবির আকাশের মতো লাল, টকটকে লাল। মনি হয় যেন আঁধার কেটি সুয্যি উঠতিছে। চারি দিক লালে লাল হয়ি গ্যাছে। সুয্যির রঙ আর তাজা মানুষের রক্তের রঙ মিশি একাকার হয়ি গেছে। আর ভয় নাই'। সুয্যি উঠতিছে আঁধার কেটি যেতিছে। চারিদিক লালে লাল হয়ি গেছে ইয়াসিন ভাই। লালে লাল হয়ি গেছে, লালেলাল হয়ি গেছে—

[মঞ্চ ক্রমেই রক্তিম হয়]

(সকলে স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে থাকে। মাধবের স্বর ভেসে আসে—"সাবধান থাকিস্ পরান লড়াই শ্যাষ হয় নাই (তিনবার)। পরান ও সৌদর দ্রুতলয়ে দৌড়ানর ভঙ্গীতে হাত পা নাড়তে থাকে—ধীরে ধীরে পর্দা পড়ে)